বিশ্বের সেরা কল্পবিজ্ঞান

সন্দীপ সেন

বিশ্বের সেরা কল্পবিজ্ঞান

সন্দীপ সেন

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

তোমরা সবাই অদৃশ্য মানুষ বদমেজাজী গ্রিফিন সাহেবের পরিণতির কথা জানো। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক লোকই জানে সেই বেড়ালটার দুর্ভাগ্যের কথা। যাকে প্রথম গ্রিফিন সাহেব পরীক্ষাগারে অদৃশ্য করেছিলেন।

গ্রিফিন সাহেব অসহায় বেড়ালের দুরবস্থার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রচণ্ড নারী বিদ্বেষী। তাই ভেবেছিলেন তিনি একটি মেয়ে বেড়ালকে অদৃশ্য করে পরীক্ষার সফলতা এসেছে কিনা দেখবেন। কিন্তু তাড়াহুড়োতে তিনি তাঁর পোষা হুলো বেড়ালটিকে অদৃশ্য করে ফেলেন এবং ভুল বুঝতে পেরে আঁতকে উঠে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন জানলার বাইরে। ঘটনাটা ঘটেছিল মার্চ মাসে আর এটা জানুয়ারি। ইতিমধ্যেই বেড়ালটি তার স্বাভাবিক আচরণ অনেক ভুলে গেছে। গ্রিফিন সাহেবই কেবল বেড়ালটির পরিণতি, স্বভাব ও বর্তমান অবস্থার কথা জানতেন। কিন্তু তিনি নিজেই তো তারপর মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হন। বেড়ালটি যদিও তার প্রচণ্ড মাথা ব্যাথার কারণ ছিল তবুও তিনি তার জন্য কিছুই করতে পারেন নি।

যাই হোক গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটের সমস্ত বেড়াল এক অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ সমস্ত হুলো বেড়ালরা তারা তাদের ভোজ শুরু করার মুহূর্তেই কোথা থেকে অদৃশ্য থাবা তাদের সামনে থেকে ছোঁ মেরে খাবার তুলে নিত।

তাদের নাক মুখে আঁচড়ে কামড়ে দিত। প্রথম প্রথম তারা বাধা দেবার চেষ্টা করলেও পরে অদৃশ্য বেড়াল শত্রুর উপস্থিতি টের পেলেই লেজ গুটিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিত।

অসুবিধা অন্য জায়গায়। কোন মাদী বেড়ালকে সোহাগ জানাতে গেলে তারা কেউই প্রত্যুত্তর দিত না। কারণ তাকে তো তারা দেখতেই পেত না। তারাও অন্য হুলোগুলোর মতো ভয় পেত।

শীত পড়তে তার খুব কষ্ট শুরু হল। একদিন সকালে খুব খিদে পাওয়ায় সেই ডাইনী বুড়ীর (গ্রিফিন সাহেব তার প্রতিবেশিনীকে ঐ নামেই ডাকত) কাছে খাবার জন্য গেল। এর আগে তিনি তাকে মাছের মাথা খেতে দিতেন এবং ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসের পাশে কার্পেটের উপর ঘুমুতে দিতেন। বেড়ালটি এই ঘরটিকে তার দ্বিতীয় ঘর এবং মহিলাটিকে তার দ্বিতীয় প্রভু বলে মনে করত।

সে যখন আস্তে আস্তে দরজা আঁচড়াল তখন ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। সে আস্তে আস্তে ঘরের মাঝে কার্পেটে গিয়ে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা অমনি জোর চিৎকার শুরু করে দিলেন, বাঁচাও বাঁচাও শয়তান এসেছে। তিনি কেবল তার নীল চোখ দুটি দেখতে পেয়েছিলেন। অশিক্ষিত মহিলা শয়তান অথবা ভূত ছাড়া আর কি ভাবতে পারেন। বেড়ালটি আর এক সেকেণ্ডও দেরী না করে সেখান থেকে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সেই থেকে সারা শীতকাল তার শুরু হল কষ্ট। অর্ধাহার, অনাহার। আহা বেচারা! আবহাওয়া তাকে খুব বেশি সাহায্য করল না। লণ্ডনের মাটি বরফসিক্ত হয়ে তার গায়ের লোমে এঁটে বসতে লাগল। কিন্তু সে ঝেড়ে ফেলতে পারতো না। আহা রে কি কষ্ট তার! সেই সময় তার বরফসিক্ত দেহের রেখাগুলি দেখা যেত। কাদায় পূর্ণ তার লেজ ছোট্ট কান ইত্যাদি দেখে ছেলেরা তাকে ঢিল ছুঁড়তো, কুকুরেরা তাড়া করত। শহরের লোকেরা

আলোচনা করত নতুন একটি জন্তুর আবির্ভাব হয়েছে। অথচ সে যে একটি বেড়াল তা তারা জানত না। তারা তার নামকরণও করে ফেলেছিল। জঞ্জালভূক প্রাণী বা গারবেজ ক্লিনার।

বসন্ত সমাগমে তার জীবনযাত্রার পথ সুগম হল। মাটি শুকিয়ে তার লোম থেকে ঝরে গেল। সমস্ত বরফ গলে গেল, সে আবার সম্পূর্ণ অদৃশ্য হল। সে সবুজ ঘাসে নিজেকে গড়িয়ে আরও পরিষ্কার করে নিল। প্রথম প্রথম তার খুব অসুবিধা হলেও গ্রিফিন সাহেবের মতই সে দ্রুত অবস্থার সঙ্গে তার জীবনযাত্রাকে মানিয়ে নিল। আসলে সে অনেক বেশি সুবিধাও পেল। প্রথমতঃ সমস্ত মাছিরা তাকে পরিত্যাগ করেছিল ফলে সে আরামে ঘুমোতে পারত। জানলা দিয়ে লাফিয়ে সে তার পছন্দ মত মাছ বা মাংসের টুকরো গৃহিণীদের নাকের ডগা থেকে নিয়ে আসত। কিন্তু কখনই তাকে ধরা সম্ভব হত না। একবার সে অসাবধান হয়ে পড়ায় শাস্তি পেয়েছিল। একটি মুরগীকে রোস্ট বানানোর জন্য যখন পাত্রে চাপানো হচ্ছিল সেই মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুরগী নিয়ে দৌড় লাগিয়ে দিল। অতবড় মুরগীকে শূন্যে ভাসতে দেখে গৃহিণীটি তাড়াতাড়ি পাত্র ভর্তি গরম জল আন্দাজেই ছুঁড়ে দিল। তার লোমগুলো গরম জলে ভিজে গেল এবং সে খুব কষ্ট পেল।

এই সময় সে তার সঙ্গিনীর খোঁজ করতে লাগল। অবশেষে একটা মাদীকে দেখে তার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। সুন্দরী, ধূসর বাদামী বর্ণের আভিজাত্যপূর্ণ স্ত্রী বেড়াল। প্রথমেই সে তার সমস্ত প্রতিপক্ষদের অদৃশ্য থাকার সুবিধা নিয়ে মাদীটির কাছ থেকে সরিয়ে দিল। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। মাদীটি ছিল ভয়ঙ্কর চরিত্রের। তার মন টলানো যায় না অদৃশ্য থেকে। তাছাড়া মাদীটার মনে সব সময় সন্দেহ ছিল। অবস্থাটার সামাল দিল চড়ুই পাখিরা। যেগুলো লণ্ডনের বেড়ালদের প্রিয় খাদ্য ছিল। অদৃশ্য থাকার সুবিধা নিয়ে সে চড়ুই পাখিগুলোর কাছে যেত এবং পলকে

সেগুলো শিকার করে মাদীটার সামনে ফেলে দিত। অন্য কোন বেড়াল এভাবে তাকে ভালবাসা জানায় নি। এই ভেবে মাদীটির হৃদয় গলল এবং অদৃশ্য বেড়ালটির সাথে ঘর বাঁধল।

অল্প কিছুদিনর মধ্যেই সে বাচ্চার জন্ম দিল। সেগুলি সবই ছিল তাদের পিতার মত অদৃশ্য। কিন্তু বাচ্চাগুলি তাদের অদৃশ্যমানতা নিয়ে নির্বিকার ছিল। এটাই তাদের কাছে ছিল স্বাভাবিক। সংখ্যায় তারা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো এবং এক সময় সমস্ত লণ্ডন স্ট্রীটে তাদের রাজত্ব কায়েম করল। বেড়ালরা তো বটেই, কুকুরেরাও তাদের অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারলেই লেজ গুটিয়ে পালাত। কারণ তারা দল বেঁধে আক্রমণ করত এবং আঁচড়ে কামড়ে দফা নিকেশ করে ছাড়তো। শহরের অধিবাসীদের কাছে তারা হয়ে দাঁড়াল অভিশাপ। গোয়ালার ভর্তি দুধের পাত্র নিমেষে শূন্য হয়ে যায়। কসাইখানার মাংস শূন্যে মিলিয়ে যায়। মাছ কখনই রান্নাঘরে পৌঁছুতে পারে না। সমস্ত শহর তো আগেই চড়ুই শূন্য হয়েছিল।

সংবাদপত্রগুলোই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে সতর্কবাণী দিয়ে সংবাদ দিল। তারা নানারকম আশ্চর্যজনক রসালো নিবন্ধ লিখতে লাগল। কেবল একজন বুদ্ধিমান সাংবাদিক ইংগিত দিলেন এ ব্যাপারে ডঃ কেম্প কিছু আলোকপাত করতে পারেন। কারণ অদৃশ্য মানুষ তার জীবনের শেষ কটাদিন তাঁর আশ্রয়েই লণ্ডনে ছিল।

ভ্রমণ সেরে লণ্ডন ফিরে এসে ডঃ কেম্প শহরের পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলেন। নিচের তলার সমস্ত জানলা বন্ধ। গৃহস্বামী কেউ এলে জিজ্ঞাসাবাদের পর দরজা অল্প ফাঁক করে আগন্তুককে ঢুকতে দেয়। সমস্ত দেখে এবং শুনে ডঃ কেম্প বুঝতে পারলেন শহরে সমস্ত অনাসৃষ্টির কারণ গ্রিফিনের বেড়ালটা। কারণ তিনি গ্রিফিনের ডাইরী থেকে বেড়ালটা কথা জানতেন।

তাঁর ধারণা সম্বন্ধে বলতে প্রথমে তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন।

কিন্তু সাংবাদিকদের চাপে যখন তিনি মুখ খুললেন, তখন তারা তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে নিবন্ধ লিখল। একজন তো লিখেই বসল অদৃশ্য মানুষের সাথে লড়াইয়ের পর বুদ্ধিমান ডাক্তারটির মতিভ্রম হয়েছে। লণ্ডনবাসীরা কি সামান্য বেড়ালের ভয়ে ভীত। এই ধরনের সমস্ত মন্তব্য ডঃ কেম্পকে মর্মাহত করল। তিনি তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলেন। এক রাত্রে মাংসের দোকানগুলোর সামনে আর্সেনিক দিয়ে বিষাক্ত মাংসের টুকরো রেখে এলেন। পরদিন সকালে দেখা গেল ছোট ছোট লোমওয়ালা সাধারণ বিড়ালের চেয়ে অনেক বড় আকারের প্রায় বুলডগের মত দেখতে প্রচুর বিড়াল মরে আছে। সমস্ত শহরে এই ধরনের বিড়ালরাই তাণ্ডব চালাচ্ছে এটা সবাই বুঝতে পারল এবং ডঃ কেম্পের ধারণা ঠিক এটা মেনে নিল। সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ কেম্প ব্যাখ্যা করে বললেন এরা সবাই গ্রিফিনের অদৃশ্য বেড়ালের বংশধর। এরা প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে এবং তার দ্বারাই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। বিপাকীয় কার্য যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তারা অদৃশ্য থাকে। মরে গেলেই তারা সম্পূর্ণরূপে দৃশ্য হয়।

ডঃ কেম্প প্রায় জাতীয় বীর হয়ে গেলেন। প্রচুর সম্মান পেলেন তিনি। গৃহিণীরা তাঁকে প্রচুর উপহারসহ নাগরিক সংর্বধনা দিল। আর্সেনিক উৎপাদনকারী একটি সংস্থা তাঁকে ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করার প্রস্তাব দিল। সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠা প্রত্যেক দিন ডাক্তারের জয়গান এবং দৈনিক মৃত বেড়ালের পরিসংখ্যান দিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আবার সমস্যা দেখা দিল। বিষাক্ত মাংস কেবল অদৃশ্য বেড়ালদেরই মেরে ফেলছিল না। গৃহপালিত বেড়ালরাও মারা যাচ্ছিল এবং কুকুরেরাও। ফলে 'পশু বান্ধব সমিতি' 'চারপেয়ে বান্ধব ক্লাব' এক সংগে ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো। তিনি কসাইয়ের মতো নিরপরাধ পশুদের মেরে ফেলছেন। কেম্প এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক উক্তিতে মুষড়ে

পড়লেন। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম লণ্ডন শহরকে বাঁচানোর জন্য নতুন উপায় খুঁজতে পরামর্শ দিল। বাদ প্রতিবাদে টিকতে না পেরে কেম্প লণ্ডন ত্যাগ করে গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলেন। কিন্তু বেড়ালের অত্যাচারে টিকতে না পেরে শহররাসীরা সেখানেও ধাওয়া করল। ব্যাপারটা এত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল যে পার্লামেন্টে এ ব্যাপারে আলোচনায় এবং সরকারের অপদার্থতার কথায় ঝড় উঠলো। বিষ প্রয়োগকারী এবং পশু বান্ধবদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হল। আবার সবাই একযোগে অদৃশ্য বেড়ালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ল ; এই বেড়াল যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইতিমধ্যে গুজব রটে গেছে এই অদৃশ্য বেড়ালেরা উড়তে পারে। কারণ ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যেও এই বেড়ালের অত্যাচার শুরু হয়েছে। তবে অল্প সংখ্যক লোক উড়ন্ত অদৃশ্য বেড়ালের গল্পে বিশ্বাস করে। সবাই বুঝতে পেরেছে সমুদ্রগামী জাহাজে ব্রিটেন থেকে চেপেই তারা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে এসেছে। সমুদ্র নিকটবর্তী শহরগুলো ইংলণ্ড প্রত্যাগত সব জাহাজকেই কোয়ারেন্ট-টাইন' এর মধ্যে রেখে শিক্ষিত কুকুর দিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলো অদৃশ্য বেড়ালের। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে। প্রায় প্রত্যেক বন্দর শহরে অদৃশ্য বেড়াল পৌঁছে গেছে এবং তারা তাদের তাণ্ডব শুরু করেছে।

সমস্ত ইউরোপে তাদের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো আমিষ খাদ্যাভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে ইংলণ্ডকে দায়ী করতে লাগলো। গোয়েন্দা দপ্তর গ্রিফিনের গবেষণাপত্র খুঁজতে লাগলো প্রতিকারের উপায় জানার জন্য। কিন্তু বহু আগেই এক শহরবাসী অদৃশ্য মানুষের প্রতি রাগবশতঃ গ্রিফিনের গবেষণাগার ধ্বংস করে সব কাগজ-পত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

গ্রিফিনের বেড়ালের অত্যাচার ক্রমশঃ একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, এইভাবে সংবাদ সংস্থাগুলো প্রচার চালাতে

লাগলো। এবং ক্রমশঃ সত্যিই সমস্যা বিস্তার লাভ করতে লাগলো।

কৃষক গৃহিণী থেকে আরম্ভ করে লর্ড গৃহিণী সবাই যখন ভয়ে কম্পিত তখনই হঠাৎ আশ্চর্যভাবে সারা ইউরোপ জুড়ে দলে দলে বেড়ালের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। লোকে তাদের বিশাল দেহ এবং ছোট ছোট লোম দেখে গ্রিফিনের বেড়াল বলে চিনতে পারলো। তারা সবাই মরতে লাগল অজানা অসুখে।

আবার ডঃ কেম্পকে ডাকা হল বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য। তিনি পরীক্ষা করে এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা দিলেন। এক জাতীয় এশিয়ান ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে অদৃশ্য বেড়ালেরা মারা গেছে। এই মহামারী রোধ করা সম্ভব নয়। এই ফ্লু মানুষ এবং সাধারণ বেড়ালের খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু অদৃশ্য বেড়ালদের ক্ষেত্রে এই ফ্লু ভাইরাস খুব মারাত্মক। কারণ জিনগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম। সাধারণ ভাইরাসই তাদের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। অল্প কথায় তিনি এসব বললেন। কারণ তখনকার দিনে লোকে ভাইরাস সম্বন্ধে অল্প কথাই জানতো।

এখনো আমরা অনেক কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখি, তাই নয় কি? কিন্তু যদি অন্ধকারে শুধু বেড়ালের চোখ জ্বলতে দেখো, বেড়ালটি দেখতে পাও বা না পাও অথবা তোমার খাবার পাত্র থেকে হঠাৎ মাছ মাংসের টুকরো অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে তোমার পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে সন্দেহ করার আগে একটু ভেবে দেখবে। কে বলতে পারে এভাবেই তোমাকে কোন গ্রিফিনের বেড়াল সম্মান জানিয়ে গেল। যেটা হয়ত এখনো পৃথিবীতে টিকে আছে।

———

সমস্ত ঘটনাটা ক্রীতদাস উইনি গোল্ডেনের নোটবুক থেকে জানা যায়। ঘটনাটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ হয়ে উঠতে পারত।

কোন অজ্ঞাত কারণে গোল্ডেনের নোটবুকে সাল এবং ৩রা মার্চের আগের পাতাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ৩রা মার্চ থেকেই শুরু করা যাক।

—আমি উইনি গোল্ডেন। গ্রুম্‌ব্রীজ নক্ষত্রের বিকট দর্শন প্রাণীদের প্রতিনিধি হিসাবে আজকে আমি ওয়াশিংটনে সে অংশের শীর্ষস্থানীয় লোকদের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলছি।

'প্রতিনিধি', বেশ গালভরা নাম হলেও আসলে আমি ক্রীতদাস। প্রভুদের ইচ্ছামতই আমি তাদের নূতন ধরনের একটা জ্বালানী যন্ত্র বিক্রি করার প্রস্তাব দিই। এই যন্ত্রটা পারমাণবিক শক্তি কারখানার সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলিকে জ্বালানী তরলে পরিণত করতে পারে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে সমস্ত পৃথিবীটা এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বস্তুগুলি দিয়ে নরককুণ্ড হয়ে বসেছে। মার্কিনীরা তাই তড়িঘড়ি যন্ত্রটা একশ কোটি মিলিয়ন ডলার দিয়ে কেনার চুক্তি করে ফেলল।

অথচ আমার বিশ্রাম নেই। প্রভুরা আমাকে মিনিট, সেকেণ্ড,

ঘণ্টা ধরে বিশ্রাম দেয়। আজকে আমার কোন বিশ্রাম নেই। কালকেই আমাকে উড়ে যেতে হবে স্পেনে। আমার প্রভুরা পিকাসোর সমস্ত তৈলচিত্র, ষাঁড়ের লড়াইয়ের ভি. ডি. ও. টেপ কিনে নিতে চান।

অবশ্য এজন্য তাঁদের কোন তাড়া নেই, আমার তাড়া আছে। পাঁচ তারিখে আমাকে কেপ কেনেডি যেতে হবে, নতুন ধরনের পাঁচ বুস্টার রকেট, যা ফোটন কণা দিয়ে চলে তা বিক্রির কথাবার্তা বলার জন্য। তারপর আমি পাব পঁচাশি মিনিটের বিশ্রাম। আমার বাড়িতে চিকাগো শহরে আমি কাটাতে পারব এই পঁচাশি মিনিট।

আজ ৫ই মার্চ। মাত্র ৮৫ মিনিটের স্বাধীনতা। কি করব আমি এই স্বাধীনতা দিয়ে? কি করতে পারি এই সময় দিয়ে? আমার প্রভুরা সবসময় আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আমাকে কেনার পর থেকে তারা আমাকে মিথ্যা কথা বলে নি। আচ্ছা তারা কি মানুষ? তারা দেখতে কেমন? ৮৬ জিলিয়ন (১ জিলিয়ন = ১০০ কোটি) মাইল দূরের নক্ষত্রের জীব তারা। তারা আমাকে কিনেছে। তাদের সম্বন্ধে তারা বেশী কথা বলে নি। তারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। এক সময় আমি কয়েক ঘণ্টা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। সেই সময় কোন এক লাইব্রেরীতে (সম্ভবতঃ সেটা প্যারিসের বিবিলোথিকি ন্যাসনেলিই হবে)। সেখানে তাদের কিছু হলোগ্রাফিক ফটো দেখেছিলাম।

ওঃ ভগবান! আমার প্রভুদের চেহারা এত কুৎসিত! এ যেন মেনে নেওয়া যায় না। আলটারিয়া নক্ষত্রের প্রাণীরা মাকড়সার মতো দেখতে, সাইরিয়ান নক্ষত্রের প্রাণীরা কাঁকড়ার মতো দেখতে। আর আমার প্রভু এই গ্রুমব্রীজ নক্ষত্রের প্রাণীরা একটা কাটা ঘায়ের উপর এক গুচ্ছ ঘেয়ো মাছি বসে থাকলে যেমন দেখায়, ঠিক সেইরকমই দেখতে।

তারা কিন্তু আমার সামনে কখনো আসে নি। সেই অত দূর

থেকে তারা অতি দ্রুতগামী বেতার তরঙ্গ দিয়ে তাদের নির্দেশ আমার মাথায় পাঠায়। আমি সেইমতো কাজ করি। তারা যেমনই দেখতে হোক তাতে আমার কী এসে যায়!

তারা যন্ত্র নয়, কিন্তু তারা ভাবে আমি, আমরা, পৃথিবীর মানুষেরা এক ধরনের যন্ত্র বিশেষ। এটাই সবচেয়ে কষ্টকর। যন্ত্রর মতই আমাদের কেনাবেচা করা যায়। তাই যে মানুষকে দিয়ে কাজ হবে তাকেই তারা কিনে ফেলে। এর জন্য তারা মিথ্যে কথা বলে না. ঘুষ দেয় না, পুরস্কার দেয় না, কেবলমাত্র উপযুক্ত দাম দেয়।

দাম দেয় সেই যন্ত্রকে যারা তৈরী করেছে, আমাদের পৃথিবীর ভাষায় মা-বাবাকে। আমাকে. আমার মা-বাবাও অনেক ডলারের বিনিময়ে ছোটবেলাতেই গ্র্মব্রীজের প্রাণীগুলোর হাতে তুলে দিয়েছিল। তখন থেকে এই পৃথিবীতে তারাই আমাকে লালন-পালন করেছে। তারাই আমার নিয়ন্ত্রক, আর আমি তাদের ক্রীতদাস। এ রকম আরো কজন ক্রীতদাস আছে আমি জানি না! তারা আমাকে মাঝে মাঝে তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে ছুটি দেয়। কখনো কয়েক দিন, কখনো কখনো কয়েক ঘণ্টা, কখনো কয়েক মিনিট। আজকে যেমন দিয়েছে ৮৫ মিনিট।

এই সময়টুকুই আমি মানুষ হিসাবে চিন্তা করতে পারি, ভাল-বাসতে পারি, কোন কিছু উপভোগ করতে পারি। বাকি সময়টুকু যন্ত্রের মতোই আমার কোন নিজস্বতা থাকে না। আজ এই ৮৫ মিনিটের অনেকটাই শেষ করে ফেললাম।

এবার একটা ভাল হোটেলে যাই। একটু নাচ দেখি। একটা ভাল পানীয় নিই। এরজন্য আমাকে কোন পয়সা দিতে হবে না। আমার প্রভুরা ব্যবসায়িক কাজে সুবিধার জন্য, তাদের যন্ত্রের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য পৃথিবীর বড় বড় সব ব্যাঙ্কে, হোটেলে, রেস্টুরেণ্টে হাজার হাজার ডলার গচ্ছিত রেখেছে। আহা! তাদের মেশিনটা এখন চকোলেট, কেক, আর কফি খাবে! সময় থাকলে

ক্যারোলিনকে ডেকে কয়েকটা কথা বলবো, আর এতেই ৮৫ মিনিট কেটে যাবে।

ছয় থেকে বার-ই মার্চ উইনি গোল্ডেনের নোট বইয়ে বেশী কিছু লেখা ছিল না। যেটুকু লেখা ছিল তা থেকে বোঝা যায় এই সাত-দিনে উইনি গোল্ডেন, করাচী, শ্রীনগর, বাটু, মণ্টানা, কেফ্রথ, গিনি, ফিজি, গায়না, মোম্বাসা, ইত্যাদি ৩২টি জায়গায় গ্রুমব্রীজ প্রভুদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করে। এবং তারপরেই অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যায় হাজার মিনিটের স্বাধীনতা।

উইনি গোল্ডেনের ডায়েরী থেকে ঃ—

অহো! হাজার মিনিটের স্বাধীনতা। এটুকু সময় আমি মানুষ। আমি ভাবতে পারি। বিদ্রোহ করতে পারি। কিন্তু কার বিরুদ্ধে, কাদের বিরুদ্ধে। তাদের তো আমি দেখিনি। চিনি না। তবে? প্রভুরা তো বলেছেন এ সময় আমি দামী দামী খাদ্য-পানীয় নিয়ে আনন্দ করব। অথচ ভাবতে ভাবতেই অনেকগুলো মিনিট গেল। কতোদিন ক্যারোলিন, আমার বৌকে দেখিনি। র‍্যাচেল, আমার নয় বছরের মেয়েকে দেখিনি। সময় সংরক্ষক রোবট ক্লার্ক 'একক'কে বললাম ক্যারোলিনকে আমার হোটেলে আনার জন্য। সে উত্তর দিল ক্যারোলিন শহরে নেই। র‍্যাচেলকে নিয়ে উত্তর মেরু বেড়াতে গেছে। আমি কি করব এই স্বাধীনতা নিয়ে? কেবল কি সুখের গন্ধ শুঁকব? আর পৃথিবীর ভাল ভাল জিনিস বিক্রি করে পৃথিবীটাকে আস্তাকুঁড় করব।

এসব ভাবতে ভাবতেই উইনি তার জামাকাপড় বদলে একপ্রস্থ নতুন পোশাক পরে ফেলেছে। দামী খাদ্য-পানীয় তার সামনে আর সে ভাবছে তার বিগত দিনের অভিজ্ঞতার কথা।

সোভিয়েতে সে তার ব্যবসার কাজে ভাল ফল করতে পারে নি। ভাল ফল কেন বলব, সে পুরোপুরি ব্যর্থ। এই ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়টার সাংকেতিক নাম 'অপারেশন অ্যাকাডেম গোরডক'।

নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিস্ফোরণ সংক্রান্ত ব্যবসায়িক চুক্তি। গ্রমুব্রীজের প্রভুরা চায় লেলিনগ্রাদ শহরটাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে, আর আমাজনের জঙ্গলটাকে সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজের দেশে নিয়ে যেতে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়ার জন্য। এর জন্য দরকার সোভিয়েত সাহায্য। অবশ্যই ওই জায়গা ছুটো শুকনো মরুভূমি হয়ে যাবে। তাতে তাদের কি আসে যায়। বিনিময়ে সেভিয়েত রিপাবলিক পাবে আলোর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন যান FG, এবং পৃথিবীর যে কোন শক্তিকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার অস্ত্র EMK। যার পুরো নাম, আর্থ-মেনটেনান্স কাইনেটিক এনার্জি প্রমিনেন্স।

আশ্চর্য লোক বটে সোভিয়েতরা! পৃথিবী গ্রহের উপর রাজত্ব করার এমন সুযোগ হেলায় হারাচ্ছে। গ্রমুব্রীজ প্রভুদের এই পৃথিবীতে নিজেদের শরীর দিয়ে কিছু করার ক্ষমতা থাকলে এত তেল দিতে হতো না। অবশ্য সোভিয়েত না করুক, অন্য কোন দেশ করবে।

কিন্তু উইনির প্রভুরা তা শুনতে রাজি নয়। সেভিয়েতকে দিয়েই করাতে হবে। নাহলে তাদের বিজয় সম্পূর্ণ হবে না। আর উইনি তুমি সফল না হলে অশেষ কষ্ট তোমার কপালে।

নাঃ এসব কি ভাবছি? গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাচ্ছি আর এসব ভাবছি! আমি কি মাতাল হয়েই হাজার মিনিট পার করে দেব? দেওয়াল জুড়ে বিরাট দূরদর্শনের পর্দা। সেটা আমি খুলছি না কেন? কারণ আমি জানি যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সবকটি চ্যানেলে চলছে এখন একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। সাইরাস, সেফালন এবং পৃথিবী গ্রহ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তি চুক্তি পালনের উৎসব।

গ্রমুব্রীজের প্রভুরা এসব চায় না। আমি দেখি এটাও তাদের মন-পসন্দ নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি মানুষ সুখী, কেবল আমি

সুখী নই। যেমন সুখী নয় আমার মত আরও কয়েকজন ক্রীতদাস। প্যারিসের সেই সংরক্ষিত লাইব্রেরীতে হাজার বছর আগের একটি বই পড়েছিলাম—'টমকাকার কুটীর'। তখন মানুষরাই মানুষ কেনা-বেচা করত। টমকাকা ক্রীতদাস। আর তার মালিক তার উপর অত্যাচার করত। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ঐ মালিককে ঘেন্না করেছে। আবার যেসব ক্রীতদাস ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচার করত মানুষ তাদেরও ঘেন্না করত। বলত অমানুষ, দানব। তবে কি আমিও অমানুষ? আর আমার প্রভুরা, যারা মানুষ কেনে তারা তো সবচেয়ে বেশী অমানুষ। আমি কি মানুষের কাছে ফিরে যাব? বিদ্রোহ করব?

—গোল্ডেন তুমি বড্ড বেশী ভাবছ। বেশী ভাবলে তোমার শরীরে যন্ত্রণা হবে।

গ্রুমত্রীজ প্রভুদের বেতার তরঙ্গ আমার মস্তিষ্কে।

উঃ আমি কি করি?

ক্যারোলিন, তার সাথে আমার কয়েক মাস দেখা হয়নি। সে আমাকে এড়িয়ে যায় অথবা ঘেন্না করে। আমার দুর্বল ইচ্ছা-শক্তির জন্যই নাকি আমাকে গ্রুমত্রীজের শয়তানগুলো ক্রীতদাস করেছে। ইচ্ছাশক্তির জোর থাকলে তাদের পাঠানো বেতার তরঙ্গ নাকি কোন কাজই করতে পারে না!

—আবার? উইনি তুমি এখনো সাবধান হও। আনন্দ করো, ভোগ করো। দু-হাতে ডলার, টাকা, রুবল ওড়াও। হাজার মিনিটে পাঁচশ রকম পোশাক পরো। একদম বাজে চিন্তা করো না। তাহলে কি শাস্তি জানো তো? তোমার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ পুরো শিথিল নয়।

সেই একই বেতার তরঙ্গ মস্তিষ্কে ঢেউ খেলে।

আমি জানি। অন্ততঃ দুটো গ্রহ রাষ্ট্রের সুদক্ষ গোয়েন্দারা আমার পেছনে। তারা সন্দেহ করেছে আমি গ্রুমত্রীজের চর।

পৃথিবীর গোয়েন্দারা এতদিন তাদের কথা বিশ্বাস করেনি। তাই তারা আমাকে অনুসরণ করে নি। এখন তাদেরও সন্দেহ হচ্ছে। ধরা পড়লে সারা জীবন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। তবে কি আমি আত্মসমর্পণ করে সব প্রকাশ করে দেব? পৃথিবীর সম্পদ গ্রুমব্রীজে যাবার আগে? পৃথিবীটা ধ্বংস হওয়ার আগেই?

—গোল্ডেন, ছিঃ এ সব ভাবে না। আমাদের কষ্ট হয়। তোমাকে যন্ত্রণা দিতেও কষ্ট হয়। আর মাত্র তিন ঘণ্টা, মানে একশ আশি মিনিট তোমার স্বাধীনতা। তুমি সেটা ভোগ কর। না হলে তুমি এত টাকা নিয়ে করবে কি? আমরা তো চেষ্টা করি তোমার অবসর সময়ে তোমার বৌ ও মেয়েকে তোমার কাছে দেবার জন্য। কিন্তু পারি না। তারা আগেই কি করে জানতে পারে কখন কোথায় তুমি অবসর কাটাবে। তারা সেখান থেকে চলে যায়। বড্ড জেদী আর একরোখা। কষ্ট করবে তবু তোমার কাছে থেকে তোমার অর্থে আনন্দ করবে না। আমরা কি করি বল উইনি? যাই হোক, পরের বার যেভাবেই হোক তোমাদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো।

উইনি গোল্ডেনের নোটবুকে এর পর তেরই জুলাই পর্যন্ত কোন কালির আঁচড় নেই। বোঝা যায় সে এই সময় তার মালিকদের সেবায় ব্যস্ত ছিল। আসলে সেই সময়টা সে যেসব কাজ করেছে তা একটা যন্ত্রের মতই করেছে। স্মৃতিতেও তার কিছু নেই, তবে একটা অস্পষ্ট ছাপ। সেই ছাপটা আছে তার নোট বুকে লেখা চৌদ্দ জুলাই তারিখে।

…হাজার মিনিটের ছুটির পর আজ পেলাম তিনশ মিনিটের ছুটি। আজ ক্যারোলিনকে কেমন দেখব? প্রভুরা বলেছেন আজ হোটেলে ক্যারোলিন র‍্যাচেলকে নিয়ে আসবে। র‍্যাচেল! ছোট্ট র‍্যাচেল, সে কি রোগা হয়ে গেছে। ক্যারোলিনেরও স্বাস্থ্য খারাপ! তবে কি এর মধ্যে তাদের সাথে দেখা হয়েছে? মনে পড়ছে এবারের

কাজ ছিল—কয়েকজন ক্রীতদাস কিনবেন প্রভুরা। আমাকে তাদের সাথে যোগাযোগও করতে বলা হয়েছিল। ক্রীতদাসের তালিকায় চীনা, রাশিয়ান, মার্কিনী সব লোকেরাই ছিল। আর আর ছিল ক্যারোলিন ও ছোট্ট র‍্যাচেলের নাম। উঃ, ছোট্ট র‍্যাচেল। প্রভুরা তাকে নিয়ে যাবে গ্রুমব্রীজে। তারপর আমাজনের তীরের জঙ্গল গ্রুমব্রীজে পৌঁছলে ফুটফুটে ছোট্ট র‍্যাচেল সেখানে ঘুরে বেড়াবে। অবশ্যই তাদের পোষা জন্তুর মত। না, না এ হয় না। এ হতে পারে না।

—কি হতে পারে না উইনি? তুমি বড্ড বেশী ভাবছো।

—না, না এ আমি পারবো না। আমাকে তোমরা মুক্তি দাও।

—মুক্তি মানে তো জানো গোল্ডেন। দুঃসহ যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে মৃত্যু। তুমি যে আমাদের সম্বন্ধে বড্ড বেশী জেনে ফেলেছো। আমাদের সমস্ত যন্ত্র চালাতে পারো। তার চেয়ে এক্ষুনি ক্যারোলিন ও র‍্যাচেল এসে পড়বে। ওদের রাজী করাও। কোন রকম……।

দরজার কাছেই পায়ের শব্দ। আর আশ্চর্য বেতার তরঙ্গও মস্তিষ্কের ভেতর এখন কোন কাজ করছে না।

—র‍্যাচেল, আমার ছোট্ট র‍্যাচেল, তুমি এসেছ? ক্যারোলিন তুমি আমাকে বাঁচাও! …না না একি বলছি। ক্যারোলিন তুমি দয়া করে রাজি হও। র‍্যাচলকে, তোমাকে, বিক্রী করো গ্রুমব্রীজের প্রভুদের কাছে। তোমার মানসিক শক্তিতে ওরা যেভাবে হোক ভাঙ্গন ধরাবেই। প্রচণ্ড ওদের শক্তি। আমি না পারলে, অন্য কোন এজেন্ট, আরেকজন ক্রীতদাস একাজ করবে। মাঝখান থেকে আমি শাস্তি পাবো। কিন্তু ফুলের মতো নিষ্পাপ র‍্যাচেল……।

কি বলছো তুমি। আমার দিকে ওভাবে চেয়ে আছো কেন? ভাল করে বলো। আমি শুনছি। তুমি বলছো—উইনি, প্রিয়তম, মনটা শক্ত করো। মানুষের শক্তি, তার মানবতার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। তুমি তোমার বৌকে, মেয়েকে যন্ত্র করতে পারো না।

পৃথিবী গ্রহকে শ্মশান করতে পারো না। এসব কাজ অমানুষের, শয়তানের। তুমি গ্রুমব্রীজের শয়তানদের অস্বীকার করো। আমরা তোমার পাশে আছি। হ্যাঁ, বিভিন্ন গ্রহ রাষ্ট্রের গোয়েন্দা-রাও এসে গেছেন। তাঁরা তোমায় সুস্থ, মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলবেন। তুমি ইচ্ছা করলেই এটা হবে। তুমি পৃথিবী গ্রহতেই থাকবে।

এক কালের কৃতী বিজ্ঞানের ছাত্র উইনি গোল্ডেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন মস্তিষ্কের শক্তি, তার ইচ্ছাশক্তি যে কোন বেতার তরঙ্গকে অস্বীকার করার, প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। হয়তো এতে কেউ কেউ মারা যায়। কিন্তু প্রতিহত করার যন্ত্র, আর এই প্রক্রিয়ায় যাতে কেউ মারা না যায় সেও তো আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি। তোমার গ্রুমব্রীজের প্রভুরা এটা জানে না।

—উইনি গোল্ডেন, এই মুহূর্তে তুমি হোটেল থেকে আমাদের যানে চলে এসো। না হলে তুমি ধরা পড়বে। তুমি ধরা পড়লে ......।

উঃ! আবার প্রভুদের বেতার তরঙ্গ। আমি কি করব?

—না না আমি যাব না। ক্যারোলিন তুমি চলে যাও। আমি আমার ঘৃণ্য জীবন শেষ করব। গোয়েন্দাদের কাছেও ধরা দেব না।

—সেটা কি করে হয় মিঃ গোল্ডেন। আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করলাম। এতদিন আপনার কার্যকলাপের কোন প্রমাণ ছিল না আমাদের কাছে। তবে এখন ক্যারোলিনের সাথে সমস্ত কথাবার্তা ও আপনার মস্তিকের চিন্তা তরঙ্গের সব ছাপ আমাদের রেকর্ড করা হয়ে গেছে। ···এগুলোই আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য যথেষ্ট নয় কি?

ভয় নেই, আপনি তো জানেন আজকাল কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় না, সংশোধন করা হয়। মনোবিজ্ঞানীরা আপনাকে সংশোধন করবে। আর আপনিও আমাদের সাহায্য করবেন পৃথিবী গ্রহে

এবং অন্য গ্রহরাষ্ট্রে গ্রুমব্রীজ শয়তানদের ঘাঁটি এবং এজেণ্টদের চিনিয়ে দিতে।

—তাই হোক। তবে তাই হোক। আমাকে ওদের বেতার তরঙ্গের আওতার বাইরে নিয়ে চলুন।

উইনি গোল্ডেনের দিনলিপি এখানেই শেষ। কিন্তু তারপরে একটা উপসংহার আছে। সেই উপসংহার বা শেষটা আমি জেনে-ছিলাম ক্যারোলিন গোল্ডেনের কাছে।

—সে বলেছিল,—মনোবিজ্ঞানীদের সহায়তায় উইনি গোল্ডেন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। সে এখন আন্তঃগ্রহ গোয়েন্দা চক্রকে সাহায্য করে। তবে এখনো তার উপর বেতার তরঙ্গের প্রভাব নষ্টকারী অদৃশ্য তরঙ্গের আবরণ রাখতে হয়। দৃঢ়ভাবে রাখতে হয় আমার এবং র‍্যাচেলের মনের প্রভাব। এর বাইরে গেলেই সে আবার উন্মাদের মতো হয়ে যায়। যারা মানুষ কেনে তারাই এটা করায়। তার ফলে সে তখন অকারণে অনেক কিছু ধ্বংস করে ফেলে।

রক্ষা এই যে গ্রহের বিরাট ক্ষতি এখনো সে কিছু করেনি। গ্রুমব্রীজিয়ানদের এখনো শেষ করা যায় নি। সুযোগ পেলেই তারা আবার কাউকে কিনবে, শান্তি ধ্বংস করার জন্য।

আশা করি উইনি আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। আর আমরাও বিভিন্ন গ্রহরাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে, যারা মানুষ কেনে তাদের ধ্বংস করে ফেলবো একদিন না একদিন।

নিজের ল্যাবরেটরীতে গা এলিয়ে অতনু বলল,—জানি তুমি আমাকে পাগল বলবে। আমার কথাগুলো তোমার কাছে গল্প বা নিছক পাগলামীও মনে হতে পাবে। তবু বিশ্বাস করো সে বা তারা এসেছিল এবং শম্ভু মিত্রের 'গ্যালিলিও গ্যালিলি'র অভিনয় দেখে গেছে। তাদের উপস্থিতি আমি এখনও টের পাচ্ছি।

আমি বললাম,—কারা এসেছিল? আর কেনই বা এসেছিল? সব খুলে বল।

অতনু শুরু করল,—পৃথিবীর ক্যালেণ্ডারে সেইদিনটা ছিল ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী' ১৬০০, খ্রীস্টাব্দ। মহাকাশে একটি ফেরি-যান। অব্যশ্যই পৃথিবীর নয়, অন্য জগতের। বিশেষ কারণে তার নাম বলছি না। এই যানটি তার রুটিন মাফিক প্রহরার টহল দিতে দিতে পৃথিবীর কাছে এসে পড়েছিল। যদিও ফেরি-যানের চালককে, একমাত্র প্রহরীর নির্দেশ ছিল পৃথিবী গ্রহটিকে এড়িয়ে যেতে। এবং বিশেষ কোন কারণ ঘটলে তবে তাকে বিশ্রাম থেকে জাগাতে। কারণ সে তাদের বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সাম্রাজ্যে টহল দিয়ে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। প্৷থবীকে এড়িয়ে যাওয়ার কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে গ্রহটি এখনো শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু নীলগ্রহ বিন্দুটি ফেরিযানের পর্দায় দেখার পরই প্রহরীকে চালক একটা সংকেত পাঠাল।

প্রহরী বলল,—বন্ধু এমনকি জটিল বিষয় উপস্থিত যে তুমি নিজে মোকাবিলা করতে পারছ না ?

চালক বিস্মিত কণ্ঠে জানাল—ঐ নীল বিন্দু গ্রহ থেকে আমাদের যান্ত্রিক খবর সংগ্রহকারী অদ্ভুত খবর সংগ্রহ করেছে। তার আনা সংবাদ বিশ্লেষণ করে জানতে পারা গেল যে, গ্রহটির একজন দার্শনিক মহাবিশ্বের রহস্য কিছুটা ভেদ করতে পেরেছেন। তাঁর আবিষ্কার প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধী। তাই কিছু ধর্মীয় উন্মাদ এবং সেই জায়গার শাসক গোষ্ঠী তাঁকে মেরে ফেলতে চাইছে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে আধুনিক কথা বলার জন্য। আমার মনে হয় আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত।

হস্তক্ষেপ করা উচিত—প্রহরী চিন্তা শুরু করল। তার উপর নির্দেশ আছে নীল-সবুজ গ্রহটিকে এড়িয়ে যাওয়ার। ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছাড়া গ্রহটির কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার। এটাই কি সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের মুহূর্ত !

এখনও চিন্তা করছেন ?—চালকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ঠিক আছে, তুমি যখন এ ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে বলছ আমরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব। তুমি আমাদের যান শহরটির নিকটে কোন এক জায়গায় নামাও। লক্ষ্য রেখো আমাদের যেন কেউ দেখতে না পায়।

যানের চালককে প্রহরী আরও নির্দেশ দিল,—ইতিমধ্যে তুমি গ্রহটির শহরের বাসিন্দারা যে ভাষায় কথা বলে তার ব্যাকরণ এবং তারা যে সময়ে বাস করছে তার পুরো বিবরণ আমাকে সংগ্রহ করে দাও।

চালক আস্তে আস্তে যানটিকে গ্রহের নিকটে আনতে লাগল। সেই সময় প্রহরীর দুঃখিত কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল,—একটা জরুরী কথা ভুলে গেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শহরের অধিবাসীরা যে ধরনের পোশাক পরে তা যন্ত্র দিয়ে তৈরি করে দাও। পোশাকের প্রয়োজন হবে।

ঘন অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে সমস্ত শহরটাকে। ঠাণ্ডায় সব যেন জমে আছে। প্রহরীর পোশাক বেয়ে তুষার পড়ছে। তারই মধ্যে শহরের রাস্তায় একা হেঁটে যাচ্ছে প্রহরী।

শহরের বইয়ের ব্যবসায়ী জুটো কিন্তু এত গভীর রাতেও ঘুমোতে পারেনি। কাল সকালেই দার্শনিককে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হবে। পবিত্র ধর্মীয় সভা তার সমস্ত বইও নিষিদ্ধ করেছে, সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলেছে।

জুটো কিন্তু দার্শনিকের সমস্ত বই এক কপি করে লুকিয়ে রেখেছে ভবিষ্যতের জন্য। ধরা পড়লে তারও মৃত্যুদণ্ড হবে তবুও। আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে। এমন সময় তার দরজায় টোকা পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে জুটো আস্তে আস্তে দরজা খুলে দিল। তারপর আগন্তুককে ভাল করে লক্ষ্য করে, তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে প্রবেশ করেই আগন্তুক জুটোকে সম্মান জানিয়ে সরাসরি বলল,—আমাকে দার্শনিকের সমস্ত নিষিদ্ধ বই দিয়ে দিন।

জুটোর হৃৎপিণ্ড এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—এ আপনি কি বলছেন? পবিত্র ধর্মসভা এবং মহামান্য শাসককে আমি সব অকপটে জানিয়েছি। আমার আছে দার্শনিকের কোন বই নেই। তাদের নির্দেশ মত সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলেছি।

আগন্তুকের চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জুটোকে দেখছিল। এবার সে মৃদু হেসে বলল,—ঠিক আছে। তাহলে দার্শনিকের সমস্ত উপলব্ধি তোমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। সময় থাকলে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে সবই বলতাম। কিন্তু আমার তাড়া আছে। যা বলছি কর। বইগুলো তাড়াতাড়ি বার কর।

বাক্যগুলোতে কোন বিশেষত্ব নেই। পবিত্র ধর্মসভার যে কোন চরই এ ধরনের কথা বলতে পারে। জুটোর মনে আগন্তুকের

চেহারায় প্রথমে মনে হল যেন মহান যীশু স্বয়ং। তারপরই তার মন ঘৃণায় ভরে গেল। আগন্তুকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরাজিত হয়ে সে গুপ্তস্থান থেকে বইগুলো বার করে টেবিলের উপর রাখল।

—আমার কাছে আর কিছু নেই মশায়। হতাশভাবে জুটো বলল। তারপর আগন্তুকের দিকে তাকাতেই তার মন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। মনে হল তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক।

প্রহরী বইগুলো তুলে নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। তার মনে পড়ে গেল পৃথিবীর নিয়মের কথা। টেবিল পর্যন্ত আবার ধীরে ধীরে এসে, টেবিলে কিছু নামিয়ে, দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যেই মিশে গেল।

জুটো অবাক হয়ে দেখল মূল্যবান্ মণিরত্ন। তার সামান্য জ্ঞানেই সে বুঝতে পারলো এগুলোর দাম ধর্মীয় সভার কোষাগারের সমস্ত সম্পদের সমান। লোকটাকে তাহলে কে পাঠিয়েছিল—ভগবান্ না শয়তান। জুটো হাঁটু ভেঙ্গে প্রার্থনা করতে শুরু করল, দার্শনিক এবং আগন্তুক উভয়ের জন্যই।

প্রহরী নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল ধীরে ধীরে। রাস্তায় এক জায়গায় সে হঠাৎ পড়ে গেল পা ফস্কে। একটা বই ছিটকে গেল তার হাত থেকে। সে উঠে বইটা তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল, বইটির নাম—'মহাবিশ্বের অসীম সাম্রাজ্য এবং ভিন্ন জগৎ'।

সেই সময়ের পৃথিবীর ক্যালেণ্ডারে তারিখটা ছিল ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ। একটা উন্মত্ত মিছিল একজন বৃদ্ধ বন্দীকে সামনে নিয়ে শহরের কারাগার থেকে শহরের চৌমাথায় নিয়ে আসছিল। বৃদ্ধটি কিন্তু শান্ত নির্বিকার। তিনিই আমাদের দার্শনিক।

চত্বরে ইতিমধ্যেই কাতারে কাতারে লোক জড়ো হয়েছিল কাঠের একটি স্তূপকে ঘিরে। কাঠের স্তূপের মধ্যে একটি মঞ্চ, যেখানে দার্শনিককে দাঁড় করিয়ে রেখে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

ধর্মীয় সভার এক সদস্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে ঘণ্টা বাজাল। তখনও তিনি ক্ষমা না চেয়ে মৃদু হাসছেন। কাঠের স্তূপে আগুন ধরানো হল, কিন্তু তা থেকে অল্প ধোঁয়া ছাড়া কিছু দেখা গেল না। হন্তদন্ত হয়ে এক আগন্তুক তার কাপড় দিয়ে চেপে চেপে আগুন নিভিয়ে দিল।

দার্শনিক ভাবতে শুরু করলেন কি আশ্চর্য তন্তুতে ঐ কাপড় তৈরি, যা আগুনে পোড়ে না! কি অপার ব্যক্তিত্ব ঐ আগন্তুকের, যা জনতাকে শান্ত করে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।

আগন্তুক আমাদের সেই প্রহরী। তিনি কিছুক্ষণ সময় সমবেত জনতার দিকে তাকালেন। একটা বোতামের মত যন্ত্র উপরে তুলে ধরলেন। হাজার হাজার লোক আচ্ছন্ন হয়ে নিজের জায়গাতে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল—না ভুল বলা হল, ঘুমিয়ে গেল। তারপর প্রহরী দার্শনিকের দিকে তাকিয়ে বলল,—হে মহান পৃথিবী-বাসী! আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। আমার কথা বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার মুখ 'লৌহ কীলক' আর মুখোশ দিয়ে আঁটা। মন তো আঁটা নয়। চিন্তা দিয়েই আমার সাথে যোগাযোগ করুন। শান্ত হয়ে আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন।

প্রহরীর মস্তিষ্কে তরঙ্গ ভেসে এল, 'তুমি কে?' দার্শনির্কের অব্যক্ত জিজ্ঞাসা।

—তুমি তোমার বইয়ে আমার, মানে আমাদের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছ। অন্য জগতের বাসিন্দা সেই আমি। তোমার লেখা সৌরজগৎ-এর রহস্য যেমন সত্য, আমি আমরা তেমনি সত্য। এখন শোন, তোমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। তোমার বুদ্ধিসত্তাই তোমার গ্রহকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরও উন্নত করবে। এটাই উপযুক্ত সময় সবকিছু প্রকাশের। আমি তোমাকে রক্ষা করব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বাঁচতে চাই। ভীষণভাবে বাঁচতে চাই। আমার শৈশবের গ্রামে ফিরে যেতে চাই।···আপেল বাগান, আ

কত সুন্দর !···আগুনের শিখাগুলো জ্বলতে জ্বলতে আমার পায়ের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর আমি চাইছি জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করতে। তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পারবে?···কিভাবে, কিভাবে আমাকে বাঁচাবে ভিনগ্রহের আগন্তুক ?

মানসিক প্রক্রিয়ার বিশেষ কায়দায় জনতাকে আচ্ছন্ন তো করেই রেখেছি। এবার ওদের গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তারপর বাকিটাতো সোজা।—প্রহরী আগুনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে ফেলল।

—না, আগন্তুক এটা করো না। এটা তাহলে আর একটা আশ্চর্য ঘটনা হিসাবে নথিভুক্ত হবে। উন্মাদ অর্ধশিক্ষিতগুলো উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবে শয়তান আমাকে উদ্ধার করেছে।

জীবনলাভের এই আশাকে প্রত্যাখ্যান করায় প্রহরী বিস্মিত হয়ে গেল। আগুন দার্শনিকের চিবুক ছুঁয়েছে। কিন্তু তাঁর মুখে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই। তিনি বলে চলেছেন,—গির্জা অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানায়, দাস করে রাখে। আমি কিন্তু বরাবর যুক্তির পথে হেঁটেছি। তত্ত্ব আর তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছি। তোমার নিশ্চয় জানা আছে আমার বইতেও লিখেছি 'যুক্তি থেকে পালাবার কোন পথ নেই'। আমার জীবনতো সেখানে তুচ্ছ।

প্রহরী তাও শেষ চেষ্টা করল। বলে উঠল,—না আমি এটা হতে দিতে পারি না।

—তুমি শান্ত হও। শাসক আর ধর্মীয় উন্মাদেরা কোন বিজ্ঞান চায় না, কোন আশ্চর্য ঘটনার ব্যাখ্যা চায় না। তারা চায় কেবল বলি। আমিই আজকে সেই বলি। নিজেকে উৎসর্গ করছি আমার আদর্শের জন্য।

আগুন লেলিহান শিখা নিয়ে দার্শনিককে গ্রাস করল। প্রহরী আস্তে আস্তে পায়ে হেঁটে শহর পেরিয়ে যানে ফিরে গেল। চালককে

বলল,—এই গ্রহের অধিবাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছে ঠিকই, তবু তারা অসীম মনোবলের অধিকারী। বৈপ্লবিক মনোবল। এর জন্যই নিকট ভবিষ্যতে এরা উন্নতি করবে।

চালকের হাতে প্রহরী তুলে দিল দার্শনিকের বইগুলো, পুরো ঘটনার ভিডিও-ফোন রেকর্ড আর মৃত্যুকালীন লৌহ কীলক পরানো মুখোশ।

যান পৃথিবী ত্যাগ করার আগের মুহূর্তেও প্রহরী শহরের অগ্নিময় চত্বর, জনতার উল্লাস আর একবার দেখে নিল।

বলা শেষ করে অতনু থামতেই বললাম,—তারা আজ কি বলে গেল ?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে অতনু বলল,—বলে গেল বিনিময়ের বস্তু এখনও আমাদের নেই। আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের আরও বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, অর্থাৎ সত্যিকারের মানবিক হতে হবে পশুত্ব ত্যাগ করে। তখনই সম্পূর্ণ যোগাযোগ হবে তাদের সাথে।

——

মাছি

আর্থার পোর্জেস

মানুষ, না মাছি! হ্যাঁ মানুষ। মাথার উপরের সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়ছে তখনি না মানুষটি ক্ষান্ত হল। তার গাইগার কাউণ্টার-টিকে চ্যাপ্টা পাথরের উপর আলতো করে রাখল। তার কানে মাছির গুঞ্জনের মত শব্দ ভোঁ—ভোঁ করছে।

খিদে, প্রচণ্ড খিদে। সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে সে ডিম সেদ্ধ, রুটি, আর ফল গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। এরপর কালো কফি, এক একটা চুমুক—আঃ! কি আরাম।

ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করার মুহূর্তেই এক গা শিরা শিরাণি অনুভূতি তাকে জাগিয়ে দিল। মৃত্যুর অনুভূতি তাকে ধনুকের গুণ পাকানো ছিলার মত টানটান করে বসিয়ে দিল। সে তার ডান দিকে তাকিয়ে দেখল ধূর্ত সেই মৃত্যুদূতকে। মৃত্যুর রূপালি জাল ছড়িয়ে মাকড়সার মতই সে এগিয়ে আসছে।

দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানী হিসাবে তখনই সে তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলল। গড়িয়ে গেল পাথরের নীচে। সেখানে আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল আগন্তুককে। আগন্তুকের পেট এবং তার তলায় সিল্কের প্যাডের মত ঢেউ তোলা অংশ, বিশেষ ধরনের ধাতুর তার দিয়ে তৈরী দাঁড়া তার বিস্ময়ের উদ্রেক করতে লাগল।

আসলে প্রথম মানুষ মাছির নামটা অদ্ভুত সারভাইভ। মিস্টার সারভাইভ আতঙ্কগ্রস্থ হলেও জানে সে যেমন আগন্তুককে দেখছে তেমনি আগন্তুকের উপরেও লক্ষ্য রাখছে পুরানো কালের

রদ্দি বিজ্ঞানের এক যন্ত্রদূত টেলিডোস্কোপ। টেলিডোস্কোপ দেখবে আগন্তুক কিভাবে তার দাঁড়া দিয়ে সারভাইভকে চেপে ধরে লুপ্ত করে দেয়।

সারভাইভ তার মাথাটা ঘোরায়। তার চারদিকে এক রত্ন ঘেরাটোপ তৈরী করতে পারলে আপাততঃ সে বেঁচে যায় কিন্তু আপততঃ সেটা কি সম্ভব? ভরা পেটে প্রোটোপ্লাজম কতটা তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ করতে পারবে তা তো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আগন্তুকের মস্তিষ্ক—সে তো বহুযুগ আগেকার প্রাণী মাকড়সারই মস্তিষ্ক। সারভাইভ তুমি মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে বাঁচবে কি করে?

তোমাকে তো তৈরী করা হয়েছিল তেজস্ক্রিয় মৌল খোঁজার জন্য। তোমার মস্তিস্কটা দেওয়া হয়েছিল মানুষের, আর দেহটা তৈরী করা হয়েছিল মাছির। তোমার কাজ ছিল তোমার উপাঙ্গগুলো দিয়ে গাইগার কাউন্টার ধরে দুর্গম অঞ্চলে যেয়ে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি খুঁজে বের করা। সারভাইভ, প্রথম দিকে তা তুমি ভালভাবেই করছিলে। তারপর তোমার সৃষ্টিকর্তা মানুষ দেখল এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তোমার মাথা থেকে ধাতব বিদ্যুতের ঝলক। পার্থিব উপাদান আর মানুষেরই মাথার খুলি ভেঙ্গে মগজটা বার করে নিয়ে তোমার সঙ্গিনী তৈরী করলে। কিন্তু সে হল আরও ভয়ঙ্কর। প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন। যেখানে উড়ে যায় সেখানেই মানুষ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়। মানুষকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান দেবার বদলে তোমরা নিজেরাই তা সংগ্রহ করতে লাগলে। সাথে সাথে শুরু করলে বংশবৃদ্ধি এবং তোমার বংশধরেরা বুদ্ধিতে কম হলেও তেজস্ক্রিয় ক্ষমতায় মরাত্মক। দলে দলে মানুষ তাদের কামড়ে মারা পড়তে লাগল। তুমি মাছিতে পরিবর্তিত হওয়ায় দুঃখের রাগের প্রতিশোধের আনন্দে ডানায় গুঞ্জণ তুলে নাচতে লাগলে।

কিন্তু সারভাইভ, সেই মুহূর্তে দলে দলে মারা পড়লেও তারা মানুষ। আর মানুষ বলেই পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়ার আগেই

পৃথিবী থেকে তোমাদের মুছে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আর তুমি তো জানই কিভাবে সেটা করেছে। তোমাদের শত্রু তৈরী করেছে। যার একমাত্র খাদ্য এই তেজস্ক্রিয় না মাছি না মানুষেরা।

দলে দলে যেমন মানুষেরা মারা পড়ছে তোমার প্রতিহিংসায় তোমার বংশধরদের কাছে। ঠিক তেমনি এরাও প্রতিশোধ নিয়েছে। তোমার চোখের সামনেই একে একে মারা পড়েছে তোমার বংশ-ধরেরা। এখনও তোমার মনে প্রতিহিংসা। কোন অনুশোচনা নেই। অথচ একদিন তুমি যখন সত্যিকারের মানুষ ছিলে তখন তোমার মগজ বিজ্ঞানের সেবার জন্য, মানুষের সেবার জন্য উৎসর্গ করে মিষ্টার সারভাইভ না মাছি না মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সারভাইভ, গাইগার কাউন্টারটা অনেক দূরে তাই না। ওটা হাতের কাছে থাকলে অন্তত পালাতে পারতে। কিন্তু কোন উপায় নেই। বৃদ্ধ মানুষের হাতের লাঠির মত পুরনো ঐ গাইগার কাউন্টারটা তোমার একমাত্র সহায়। কিন্তু ওটা অনেক দূরে। তোমার দেহেও তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বেড়েছে। আত্মগোপন করবে তার কোনও উপায় নেই।

সারভাইভ, আগন্তুকের চুণীর মতন দুটো লাল চোখ দেখতে পাচ্ছো ওগুলো কিন্তু সত্যিকারের চুণী। আগন্তুকের সারা দেহে এমন কোনও জায়গা নেই যা তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্ষতি করতে পারে। আরও মজার ব্যাপার তোমাকে এখনও মানুষেরই খাবার চুরি করে খেতে হয়। অথচ আগন্তুক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করে।

সারভাইভ, আগন্তুকের দাঁড়া তোমার গায় চেপে বসেছে। বড্ড লাগছে না। হালকা গোলাপী রঙের রক্ত তোমার দেহ থেকে গড়িয়ে পড়ছে। তুমি ঘুমিয়ে পড় সারভাইভ। আগন্তুক তার সৃষ্টিকর্তা মানুষকে কথা দিয়েছে তোমার মগজটা না খেয়ে মানুষকেই ফেরৎ দেবে।

এক সময় আগন্তুক চলে গেল সে প্রান্তর থেকে। রাতের অন্ধকারে প্রান্তরের উপর পাথরের বুকে পড়ে রইল একটা গাইগার কাউন্টার।

অফিস থেকে ফেরার পথেই সাইমনের লেসার টনিক বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। আপনি কি সময়ান্তরে ভ্রমণ করে ছুটি উপভোগ করতে চান? দেখতে চান ক্রুসেড বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ম্যারাথনের যুদ্ধ, গ্রহান্তরে প্রথম অভিযান, রানী প্রথম ভিক্টোরিয়ার অভিষেক অথবা অতীতের অন্য কিছু। তাহলে এটা আপনারই জন্য। আপনার সেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে "সময়ান্তর ভ্রমণ সংস্থা" তাদের প্যান প্যাকেজ ভ্রমণ সম্ভার নিয়ে। একটু থমকে মানসিক ভাবে ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে সাইমন বটগাছের মত বিশাল বাড়ীটার কুড়ি নম্বর শাখার দশতলায় একটা গোলাপী রং-এর কাঁচের দরজা ঠেলতেই শুনতে পেল "সুপ্রভাত, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?" হতচকিত সাইমন বলল আপনাদের এজেন্সীর ভ্রমণসূচী, নিয়মাবলী ইত্যাদির সব ক্যাটালগ আমাকে দিন। আমার স্ত্রী তার অবসর সময়ে এগুলো খুঁটিয়ে দেখবে।'

একটি গোলাপী যান্ত্রিক হাত রঙিন ছবিসহ কিছু কাগজপত্র এগিয়ে দিল। সাইমন আবার শুনতে পেল, 'তাহলে কখন আপনি আর আপনার পরিবার আমাদের সেবা গ্রহণ করবেন। সাইমন ইতস্ততঃ করে উত্তর দিল, 'এখনো কিছু ঠিক করিনি। এগুলো ডাক-যোগেও পেতে পারতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী খুব অধৈর্য্য হয়ে

পড়েছে তাই অফিস ফেরতা বিজ্ঞাপন দেখে ঢুকে পড়েছি। এবারে হাসিহাসি মুখে একজন সেলসম্যান ঘরে ঢুকে বলল—তা তো হবেনই তিনি বোধহয় প্রথম এলিজাবেথের অভিষেক দৃশ্য দেখতে চান। কিন্তু আমি বলতে ভয় পাচ্ছি, ঐ ভ্রমণ সূচীতে আমাদের আর কোন জায়গা নেই। তবে ফরাসী বিপ্লবের ভ্রমণসূচীতে কিছু জায়গা আছে।

সাইমন তাড়াতাড়ি বলল,—না, না এসব দেখতে যাবার জন্য আমরা মোটেই আগ্রহী নই।

—এটা কি আপনাদের প্রথমবার বেড়াতে যাওয়া হবে?

—বাস্তবিক পক্ষে তাই।

– তাহলে আমি আপনাকে কার্থেজের যুদ্ধক্ষেত্রে বেড়াতে যেতে বলবো।

—না, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে লড়াই-এর জায়গায় যাওয়া ঠিক হবে না। বিপদ ঘটতে পারে।

—আপনারা যদি আমাদের নির্দেশ মতো চলেন তাহলে কিছুই হবে না। এখনো পর্যন্ত আমাদের কোন খরিদ্দারের কোন বিপদ হয়নি। সবাই নিরাপদে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে। যাই হোক আপনি আমাদের ভ্রমণ সূচী এবং নিয়মাবলী নিয়ে যান।"

বাড়ী ফিরে সেই রাতে রাতের খাওয়ার পর বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে আলোচনা করতে বসল সাইমন। ছেলে জেম্‌স এবং মেয়ে জুলির মতামত নিয়ে দেখা গেল তারা অতি প্রাচীনকালে বেড়াতে যেতে চায় যেখানে কেবল জাঁক জমক আর ধনদৌলত। বৌ ম্যাগুির মতটা একটু আলাদা হল। ধর্মপ্রাণা ম্যাগুি বলে উঠল —ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চল যাই গলগাথা। যেখানে প্রভু যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল। সেই সময়ে বেড়িয়ে এলে ওরা প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করবে, ভক্তি করবে। নিজের চোখে ক্রুশ বিদ্ধ করার ঘটনা দেখলে বাইবেলকে আর গল্প বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

প্রতিবেশিনী সারা এসে এই সময়ে ম্যাগ্গিকেই সমর্থন করলো। কারণ তার মনে ছিল সংশয়। ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনা কি সত্যই ঘটেছিল?

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো ম্যাগ্গি এবং তার পরিবারের সকলে সারাদের পরিবারের সাথে ছুটি কাটাতে গলগাথা যাবে এবং যীশুর ক্রুসবিদ্ধ করার দৃশ্য নিজের চোখে দেখে ফিরবে।

প্যান সময় ভ্রমণ সংস্থা যে কোন ভ্রমণ-এর আগে তার ভ্রমণ বিষয়ে যাত্রীদের একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে থাকে। যাতে যাত্রীরা অতীতে ভ্রমণ করতে যেয়ে ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ে। অনেক রক্তের দামে পৃথিবী রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা গেছে। এখন দীর্ঘ একশ বছর ধরে যুদ্ধ ব্যাপারটাই পৃথিবী বাসীরা জানে না। অতীতের পৃথিবী ভ্রমণে যেয়ে যাতে যুদ্ধের বিষ কারও মনে না ঢুকে যায় তার জন্যও সতর্কতা নেওয়া হয় বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়।

সাইমন এবং সারা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্যান ভ্রমণ সংস্থার সেমিনার কক্ষে ঢুকে তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে পড়ল। ঘরটি ছোট হলেও একটা চেয়ারও খালি ছিল না। ফিসফিস করে সবাই কথা বলছিল। একটা চাপা উত্তেজনা সবারই মনে খেলা করছিল।

—প্যান ভ্রমণ সংস্থা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। হাসি খুশী এক প্রাণোচ্ছল যুবক বক্তৃতা মঞ্চ থেকে বলে উঠল—সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নিশ্চুপ।

—আমি আপনাদের যাত্রার জন্য তৈরী করবার কাজে নিযুক্ত অফিসার। আপনাদের অতীত ভ্রমণ কালে কি রকম আচরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে কিছু বলব। আপনাদের সেগুলো কঠোরভাবে মানতে হবে। প্রথম শর্ত হচ্ছে সে যুগের নাগরিকদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে মিশে যেতে হবে। যাতে তারা আপনাদের কোন রকম সন্দেহ না

করে। অনেকগুলো প্রশ্ন বক্তাকে লক্ষ্য করে অতীত যাত্রীরা ছুঁড়ে দিল। বক্তা নিপুণভাবে তাদের থামিয়ে দিলেন। —আপনারা ধৈর্য্য ধরে শুনুন, আমার বক্তব্য শেষ হলে আপনারা প্রশ্ন করবেন, জ্ঞাতব্য কিছু থাকলে নিশ্চয় জানাবো। আপনাদের প্রত্যেককে সেই সময়ের পোষাক দেওয়া হবে এবং সেগুলো পরেই যেতে হবে। বাড়তি কিছু শরীরে রাখা চলবে না। আমাদের বিজ্ঞানীর যন্ত্রের সাহায্যে আপনাদের শরীরে সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই সময়ের লোকদের মত করে দেবে। এটা ভয়ের কোন ব্যাপার নয়। ছুটি কাটিয়ে ভ্রমণ শেষে ফিরে এলেই আপনাদের আবার আগের মতো করে দেওয়া হবে। যাত্রার কয়েকদিন আগে আপনাদের আসতে হবে আমাদের ভাষা পরীক্ষাগারে। সেখানে আপনাদের হিব্রুভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে জ্ঞান ইনজেকশন দিয়ে। একবার ইনজেকশন নিলেই এক মাসএর জন্য আপনারা হিব্রুভাষা জ্ঞানের অধিকারী হবেন। পরে আবার ভুলে যাবেন। চিরকালের জন্য এটা করতে পারা গেলে খুব ভাল হত। তাহলে আমরা অনেক জ্ঞানের অধিকারী হতাম। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান এখনও এতটা উন্নতি করতে পারে নি। হঠাৎ এই সময় একজন বলে উঠল—আমি কি একজন রোমান যোদ্ধা হতে পারি?

—না, কারণ ভ্রমণ-এর সময় প্রত্যেকটি যাত্রীকে একসাথে দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হবে। একজন বা দুজন সৈনিক কিকরে সাধারণ নাগরিকদের সাথে থাকবে? তাছাড়া যে কোন মুহূর্তে সৈন্যদের ছাউনিতে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। তখন আপনাদেরও ছাউনিতে ফিরতে হবে। তাহলে বর্তমান সময়ে ফিরবেন কি করে। তাছাড়া সৈন্যরা বিশেষতঃ তৎকালীন সৈন্যরা অদ্ভুত রক্ত পিপাসু জীব। সেভাবেই তাদের তৈরী করা হোত। নাগরিকরা ছিল সৎ ও শান্ত। আপনাদের সাধারণ নাগরিকের মতই যেতে হবে। —আমি একজন ইহুদী হতে চাইনা, জেম্‌স বিড়বিড় করে বলতে লাগল। সাইমন তাকে শান্ত থাকতে বলল।

বক্তা বলে চললেন—এই অংশটা খুব দরকারী। এই অংশ শোনার পর কেউ যদি যেতে না চান তবে তিনি তাঁর অগ্রিম দেওয়া টাকা ফেরৎ নিতে পারেন। কোন রকম বাদ সে টাকা থেকে দেওয়া হবে না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে সেই অতীত সময়ের আইন ভেঙ্গে যদি কেউ জেলে যান বা ক্রীতদাস হয়ে পড়েন তবে তাকে আর সময়ের বাইরে আনতে পারবো না। তিনি সেই সময়ে থেকে যাবেন। তবে হ্যাঁ আমাদের নির্দেশ ঠিক মতো মেনে চললে ভয়ের কিছু নেই। আপনারা সবাই জানেন সেই সুদূর অতীতে কি ঘটে ছিল। তাই সে ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলছি না। আপনারা উপস্থিত হবেন সেদিন যেদিন পিলেত তার জন্মদিনের ভোজ উপলক্ষে জেরুজালেমের নাগরিকদের জিজ্ঞাসা করবে তারা কোন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্তি দিতে চায়। যখন জনতা চীৎকার করে বলবে 'বারাব্বাস' তখন আপনারাও চীৎকার করে বলবেন 'বারাব্বাস'। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চুপ করে থাকবেন না। মনে রাখবেন সে সময় জনসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তাই চুপ করে থাকলে সেই সময়ের জনতা সন্দেহ করবে এবং যিনি চুপ করে থাকবেন তিনি ধরা পড়ে যাবেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনা মুস্কিল হবে যখন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে ইহুদীদের রাজা বলে ব্যঙ্গ করবে তখন আপনারাও হাসবেন ও ব্যঙ্গ করবেন। আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন।

না কেউ কিছু প্রশ্ন করল না। কেবল দুজন দম্পতি তাদের শিশু সন্তানসহ যাত্রা বাতিল করে অগ্রিম টাকা ফেরত নিল। জুলি বলল—আমি বিশ্বাস করি না সাধারণ মানুষ তাঁর মৃত্যু চেয়েছিল। এটা নিছক সাজানো।

সাইমন বললো ভুলে যেয়ো না সে সময়ের লোকেরা খুব সরল ছিল। শাসকেরা সহজেই তাদের বিভ্রান্ত করতে পারতো। যীশু হয়তো বিপ্লবী ছিলেন। তাই তাঁকে ওভাবে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল

বিভিন্ন প্রচার-এর মাধ্যমে জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে। যাই হোক আমাদের যাত্রার জন্য প্রস্তুতি ভালভাবে নিতে হবে।

পরীক্ষাগারের যাত্রা প্রস্তুতি যন্ত্র কোনো রকম যন্ত্রণা না দিয়েই প্রত্যেক যাত্রীকে সুন্দর ভাবে আমূল বদলে দিল। যাত্রা শুরু হলে দেখা গেল অতীত কালে বেড়াতে যাওয়াটাও বেশ আনন্দদায়ক। কেবল একটু ঝিমুনি ভাব প্রত্যেক যাত্রীকেই গ্রাস করেছিল। সাইমন তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন সে চোখ খুলল তখন দেখল তারা সকলে একটা গরু ছাগল চলাচলের পথের ধারে বসে আছে। যাত্রা সময় কক্ষে যে যেভাবে বসেছিল এই ফাঁকা মাঠেও সে সেভাবে বসে আছে। চারিদিকে ধূ-ধূ রূক্ষতা। ছোট ছোট অচেনা ঝোপ, কাঁটা গাছ। সাইমন বুঝল সে সময়ের পৃথিবীর জেরুজালেম এরকমই ছিল। প্রচণ্ড গরমে তার কষ্ট হচ্ছিল। সাইমন তার এক হাত দিয়ে জেমস্‌কে কাছে টেনে সূর্যের তাপ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল। প্যান অ্যামের গাইড দলনেতার ভূমিকায় ছিল। সে আগে হাঁটা শুরু করল। কিছু দূরে একটা শহর। ন্যাড়া পাথরে পাগুলো ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। দলের বয়স্ক-দের কথা চিন্তা করে তার মনে কষ্ট হচ্ছিল।

দলনেতাই প্রথম শহরে ঢুকল। তার মাদুরের কাঠির মত শক্ত খাড়া চুল, মোটা কম্বল আর কাঁধে ভেড়ার চামড়ার থলে দেখে সহজেই সেই সময়ের সর্দার বলে বোঝা যচ্ছিল। কিন্তু কেউ তার সাথে কথা বলছিল না। কারণ নির্দেশ ছিল জরুরী প্রয়োজন ছাড়া দলনেতার সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলা চলবে না। চারিদিকে ধোঁয়া আর ধূলো ঘোরা ফেরা করছে। এ কেমন শহর। বাচ্চারা বিস্মিত। সাইমন কিন্তু অবাক হচ্ছে না। সে সময় মানে তারা এখন যে অতীত সময়ে এসেছে। এ সময়ে গরীরেরা শহরের এই অঞ্চল মানে বস্তিতে থাকে বা থাকত। আর বস্তিগুলো এরকমই হয়। তাদের সময়ে বস্তি বলে কিছু নেইই। সবাই সমান। বাসগৃহ আর খাদ্য পানীয়র ব্যাপারে। এগুলো রাষ্ট্রের

দায় দায়িত্ব। এখন আর তখন। সাইমনের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে সাইমন লক্ষ্য করলো তার গায়েও ধূলো আর বিচ্ছিরী গন্ধ। প্রস্তুতি কক্ষই তাকে এভাবে তৈরী করে দিয়েছে। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। মাণ্ডিকে ছোটখাটো জিপসী মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। সে অল্প হেসে সাইমনকে চলতি হিব্রুতে বলল—কি বেড়াতে এসে ভাল লাগছে। এই সময় একজন সেই সময় অর্থাৎ বর্তমানে বেড়ানোর সময়ের অধিবাসী তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

পুরো দলটা কয়েকটি মাটির কুঁড়ে ঘর, গোলকধাঁধা পথ পেরিয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করল। দলপতির গলা শোনা গেল—প্রত্যেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়। নিজেদের মধ্যে জটলা কোরোনা।

জনতা বেশ ভালই উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা এবং তার উপর একটি কাঠের বেদী।

সেই বেদীতে একজন সুপুরুষ চতুর মুখের ব্যক্তি জনতার উদ্দেশ্যে ল্যাটিন ভাষায় কিছু বলছিল।

সেই সময় রাজপুরুষ এবং অভিজাতদের ভাষা ছিল ল্যাটিন, সাইমন বিড় বিড় করল। ব্যক্তিটিকে ক্লান্ত ও আতঙ্কিত মনে হচ্ছিল।

সাইমন হ্যারিকে ফিস্ ফিস্ করে বলল—ও কি বলছে?

—ও বলছে মুক্তি দেওয়ার জন্য একজনকে পছন্দ করতে। তুমি তো এসব জান। কি বলতে হবে তাও জান। যাত্রার আগে বইএ তো সব পড়েছ। হ্যারি বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিল। জনতা মূক, ক্লান্ত। কেউ কোন কথা বলছে না। রোমান রাজপুরুষ আবার সেই একই কথা উচ্চারণ করল। হঠাৎই যখন তার কথা শেষ হয়েছে জেম্‌স উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল 'বারাব্বাস', বাচ্চা ছেলে, যাত্রীদের জেম্‌স। তাকে তো এভাবে ছোট থেকে জানানো হয়েছে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন দিবা স্বপ্ন দেখছে। তার প্রাচীন ভাষা শিক্ষা ক্লাসে রোবট শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর

দিচ্ছে। তাই জেমস্ তার চীৎকারের প্রতিক্রিয়া দেখে ভয় পেয়ে গেল। কারণ সমস্ত জনতা তখন চীৎকার করছে 'বারাব্বাস', 'বারাব্বাস'। সাইমন জেমস্‌কে চীৎকার করে উঠতে দেখে ভয় পেয়ে গেছিল। তারপর যখন দেখল তার দিকে কেউ তাকাচ্ছেনা তখন সে ধাতস্থ হল। সে সবারই কান বাঁচিয়ে জেমস্‌কে ধমক দিল তুমি ওরকম করলে কেন? হতচকিত জেমস্ বলল আমি দুঃখিত আসলে লোকটি জানতে চাইল এবং আমি শেখানো বুলি বলে ফেলেছি।

—ঠিক আছে, চিন্তা কোরনা, এটা কেউ না কেউ বলত। কোন ভাবে এ ঘটনা ঘটতই। বহু যুগ আগে এ ঘটনাই ঘটেছিল। তুমি উত্তেজিত ছিলে তাই তোমার বন্দুক থেকে গুলি ছুটে বেরিয়েছে। তবে আর এরকম কোর না। আমাদের তাতে বিপদ হতে পারে। সাইমন ফিস্ ফিস্ করে বলল।

জেমসকে এই সময় দেখলে যে কোন লোকেরই মায়া হতে বাধ্য। কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তা করার সময় এটা নয়। জুলি এসময় অসুস্থ বোধ করায় মাণ্ডি এবং সাইমন তাকে একটি খড়ের ঘরের পিছনে নিয়ে গেল। জেমস্, হ্যারি এবং সারার পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকল।

—জুলির এ অবস্থাটা নিশ্চয় গরমের জন্য। গরম আমাকেও সারা শরীরে কামড় দিচ্ছে। কোথাও একটু ছায়াযুক্ত আশ্রয় দেখোনা—মাণ্ডি কিছুক্ষণ পরে বলল।

মাণ্ডি সরু রাস্তা ধরে চারিদিকে তাকাল। তার মাথায় একটা বুদ্ধির ঝিলিক খেলে গেল। সে রাস্তার ধারে একটা ঘরের বারান্দার দরজায় হাজির হল। সেখানে একজন হিব্রু টুলে বসেছিল। সে নির্বিকার চিত্তে তাকে তাকিয়ে দেখল। মাণ্ডি দেখল বারন্দায় কোন জায়গা নেই। অনেক লোক। সে পাশের একটি ঘরে গেলো। সেখানেও একই অবস্থা। এভাবে রাস্তা ধরে পরপর অনেকগুলো, কিন্তু কোথাও ঠাঁই নেই। সে হতাশ হয়ে যেখানে সাইমন আর

জুলি দাঁড়িয়েছিল সেখানে ফিরে এল। এখানে নিশ্চয় মজার একটা কিছু ঘটেছে। কারণ প্রত্যেকটা বাড়ীই লোকে ভর্তি। —বাইবেলের গল্পে কিন্তু এমনটা ছিল না। মাণ্ডি ফিস্ ফিস্ করে সাইমনকে বলল।

—আসলে তারা কেন যে আজ যীশুর নিজ কাঁধে ক্রুশকাঠ বহন করা দেখতে বাইরে আসছে না বুঝতে পারছিনা। অথবা তারাও এত জনতা দেখে বোকা হয়ে গেছে। জনতা দেখে শাসকরা ভয় পায়। কিন্তু জনতা জনতাকে। অর্থাৎ সেকাল, একালকে সাইমন বলল।

—যাইহোক সম্ভবত অবাস্তব কিছু ঘটেছে। সেটা ঠিক কি আমি বুঝতে পারছিনা মাণ্ডি বলল।

এরপর তারা শহরের মধ্যে ডজন ডজন গলি ঘুঁজির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। সর্বত্রই বাইবেল বর্হিভূত বাস্তবতা। অর্থাৎ সেকালের লোকদের কাছে অবাস্তব এবং বিস্ময়। কারণটা ঠিক কি তারা বুঝে উঠতে পারল না। জুলি তার চিন্তিত বাবা মাকে অনুসরণ করছিল। হঠাৎ বলল—আমার তেষ্টা পেয়েছে।

—কোন উপায় নেই। যে জল এখানের অধিবাসীরা পান করছে তা জীবাণু ভর্তি। তুমি ওটা খেতে পারনা। মাণ্ডি বলল। জুলি সেকথা না শোনার ভান করে বলল কিন্তু ওই লোকগুলোত সুস্থভাবে বেঁচে আছে।

সাইমন হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ বোধ করল। তার চোখ জ্বালা করছিল। মুখ শুকিয়ে গেছে। গায়ের ঘাম আর ধূলা মিশে চট্, চট্ করছে। শারিরীক আস্বাচ্ছন্দ্য তার মানসিক শক্তিও কমিয়ে দিল। সে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল।

সে আবার ফিস্‌ফিস্ করে বলল—তোমার কি মনে হয় এত বেশী জনতা সে সময় মানে এ সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। মাণ্ডির ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠ উত্তর দিল—ভবিষ্যতে সময় ভ্রমণ সংস্থাগুলি এর

থেকে শিক্ষা নেবে। আমার মনে হয় একাধিক সময় ভ্রমণ সংস্থা যাত্রী নিয়ে গলগাথা দেখাতে এসেছে।

এবারে সাইমন ভয়ে কাঁপতে লাগল। কয়েক ডজন সময় ভ্রমণ সংস্থা আছে। তাদের অতি অল্প সংখ্যক যাত্রী নিয়ে এলে সে যুগের তুলনায় অনেক। তাই ভয়ে সে যুগের আসল অধিবাসী সত্যিকার জনতারা ঘরের মধ্যে বিহ্বল হয়ে বসে। তারা, সাজানো জনতারাই শাসকদের হয়ে বুলি কপচে যাচ্ছে। কারণ তারা শাসকদের শিক্ষার বিবর্তনেই শিক্ষিত। তাড়াতাড়ি হ্যারি আর সারা সর্দ্দারকে খুঁজে বের করার জন্য পা চালাল।

পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে সাইমন তার বৌ মাণ্ডির হাত ধরে মেয়ে জুলিকে কাঁধে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তেই ধূর্ত শিয়াল আর নেকড়ের খ্যাঁক খ্যাঁক হাসির মত হাসি তার কানে ভেসে এল। দূর থেকেই দেখল জনতার, মানুষের ভিড় গোল করে একটা জায়গা ঘিরে রেখেছে।

জনতার ভিড়ে মিশে সামনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল—হায় ভগবান! তাঁকে আমরাই হত্যা করেছি। পাগলের মত সে চারিদিকে তাকাতে লাগল। সমবেত জনতা সবাই হাসছে। ব্যাঙ্গ করছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুসহ তিন ব্যাক্তিকে। কারও চোখে সমবেদনা নেই। সবাই যেন জানে এমনটা ঘটবেই। সাইমন হঠাৎই তাদের মাঝে হ্যারি, সারা এবং জেমস্‌কে দেখতে পেল। সারার মুখ ফ্যাকাসে। হ্যারি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছে। হ্যারির কাছে দৌড়ে যেয়ে সাইমন বলল—হ্যারি এখনও সময় আছে। আমরা ওঁকে ক্রুশকাঠ থেকে নামিয়ে আনতে পারি।

হ্যারি হতাশ ভাবে বলল—তা হয় না সাইমন। বাইবেল বিরোধী কাজ হবে। ইতিহাস বিরোধী কাজ হবে। কি ঘটেছিল সবাই জানে। তুমিও জানো। তার উল্টোটা কিভাবে হবে। তবে সময় ভ্রমণে আমি আর কখনও এখানে আসব না। তুমি জাননা

সাইমন শেষ সময়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কি করুণ সেই দৃষ্টি। বাঁচার প্রবল আকুতি। তিনি বাঁচলে যেন জগত বাঁচবে। ওঃ আমি জীবনে সে দৃষ্টি ভুলতে পারবনা।

সাইমন তখন পাগলের মত চীৎকার করে উঠল—হ্যারি, হ্যারি তোমার চারদিকে, জনতার দিকে তাকাও। এখানে কোন ইহুদী নেই। সেই সময়ের কোন মানুষ নেই। তারা সবাই নিজের নিজের ঘরে। কেবল আমরা আছি। সময়ান্তরে ভ্রমণকারীরা। যারা ছুটিতে আমোদ করতে এসেছি। তুমি বুঝতে পারছো না আমরা কি করেছি। তাকে হত্যা করার দায় সে যুগের শাসকদের কাছ থেকে সরাসরি আমাদের কাঁধে নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ চিরকালের জন্য। আমরা ভগবানের পুত্র যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছি। আবার আমরা এটা পরের ভ্রমণে করবো। তারপরের ভ্রমণে আবার, তারপরের ভ্রমণে···হ্যারি ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বরে বলল চিরকালের জন্য, অনন্তকাল ধরে, আমেন, জনগণ আমাদের ক্ষমা করুক।

"কিহে পল, এক পাত্তর মদ চলবে নাকি?"—কাবার্ড থেকে একটুকরো কাঠকয়লা বার করে একপাশে ফেলে রেখে জুলস্ আলতো ভাবে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল। মাটির তাল ঢেকে রাখা বাতিল হয়ে যাওয়া ছেঁড়া চটে হাত মুছতে মুছতে অল্প হেসে আবার বলল "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ, তুমি জামা কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো অথচ গত সোমবার থেকেই পাকা ভুট্টার মত দেখতে বনি মহাশয়া আমাদের স্টুডিও গরম করতে আসছেন না।

এ কথা শুনেই মার্শাল দিলবার দ্রুত তার বাহুদ্বয় নীচে নামিয়ে আস্তে আস্তে কাঠের পাটাতন থেকে নীচে নেমে এল। গত তিনদিন ধরে সে এই পাটাতনে নগ্ন অবস্থায় অ্যাটলাসের ভঙ্গীতে থেকে শিল্পীকে সাহায্য করে যাচ্ছে। মদটা ঠাণ্ডা, কিন্তু উত্তেজক ছিল।

দারুন মজাদার মদ।

ভাস্কর তার শক্ত আঙুলের চাপে একটি আপেলকে দু-টুকরো করে অর্ধেকটা দিলবারকে দিল। কিছু হলদে বীজ মেঝেতে ছড়িয়ে গেল। "গাড়ী বারান্দায় নিশ্চয় তোমার প্রতিক্ষীতা এসে গেছেন। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তিনি তোমার একজন শ্রেষ্ঠ বান্ধবী হবেন"। একথা শুনে বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে যায় দিলবারের সারা শরীরে "এক্ষুনি তিনি এসে পড়বেন, একজন কাউন্টেস অথবা মার্কুইস্ তা তিনি যে কেউ হোন না কেন! তাতে আমাদের কি এসে যায়। তাঁর মুখ, তাঁর গ্রীবা, কি সুন্দর পবিত্র, আহা তুমি যদি তাঁকে

একবার দেখতে দিলবার। সেই মহিয়সী মহিলা নাতালিয়াকে। যিনি নিজেই আমার মডেল হতে রাজী হয়েছেন। তুমি তো জানো দিলবার মহিলাদের আমি শুধু মোমের মতো দেখতে এবং দেখাতে রাজী নই। আমি চাই দক্ষ অ্যাথলিটের মত দৃঢ় মহিলা এই সংসার-এর যুদ্ধক্ষেত্রে।"

সেই সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠলো। জুলস দরজার দিকে ছুটে গেল অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য। দিলবার তৎক্ষণাৎ মাদাম নাতালিয়ার পূর্ণরূপ দর্শন করতে পেল না, প্রথমে সে হলের আলোয় সাদা ভেলভেট জুতোয় মোড়া একজোড়া পা দেখতে পেল। তারপর সে তার মহামূল্য সিল্কের পোযাক দেখতে পেল। মাদাম নাতালিয়ার ওয়েস্ট কোটটা এত ছোট যে তাঁর দুগ্ধশুভ্র গ্রীবা এবং বক্ষের কিয়দংশ উন্মুক্ত ছিল। সেদিকে তাকিয়ে দিলবারের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। "মসিয়ে জুলস্ এই বুনো লোকটি কে? লোকটি আপনার জন্য মাটি নিয়ে আসে? লোকটা এরকম নগ্ন হয়ে আছে কেন? ভদ্রমহিলা ঠাণ্ডা স্বরে ধীরে ধীরে দিলবারকে দেখিয়ে প্রশ্নগুলি করলেন। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী পরিশ্রমী দিলবারের সমস্ত দেহপেশী লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। মুখমণ্ডল ব্যাথায় নীল হয়ে গেল। তার মনে হয়েছিল সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। এক্ষুনি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। "কি আশ্চর্য্য মার্শাল! ভাস্কর বিস্ময় প্রকাশ করে বলল "যাও তাড়াতাড়ি পোশাক পরে এস।" দিলবার বেড়ার আড়ালে গেল পোষাক পরার জন্য।

"ক্ষমা করবেন প্রিয় মাদাম, আসলে দিলবার তার জীবনে এত সুন্দর মহিলা দেখেনি, তাই সে বুঝে উঠতে পারছিল না কি করবে" আসলে জুলস্ ঠিক করতে পারছিল না তার সম্মানিত অতিথিকে কোথায় বসাবে। —"দেখুন না আপনার সৌন্দর্য্যের কাছে মার্বেলের ভেনাস মূর্তিও ম্লান হয়ে গেছে। দিলবার আমার এট্‌লাসের, মডেল।"

"ওঃ হো! আপনি একজন দারুন বক্তা, আর এটাই ভাস্কর হিসেবে আপনার সাফল্যের চাবি কাঠি। আপনি আরও উন্নতি করবেন।" মাদাম আস্তে আস্তে জানালার কাছে সরে গেলেন। দিলবার পোশাক পরতে পরতে গোধূলির আলোয় আলোকিত মাদামকে দেখতে পেল। তার হৃদয়ে এক অপূর্ব প্রেম।

জুলস্ ধীরে ধীরে মাদামের ভঙ্গিমাটুকু স্কেচ করে নিতে লাগল। মুখে বলল আপনার এই ভঙ্গিমাটিই আমাকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেবে।"

"নিছক সৌন্দর্য্য জোলো জিনিস ভাস্কর মহাশয়, আপনার মহান আত্মার উপলব্ধি আমাকে মহিয়সী করবে।"

"কি ভাবে? সেটা কিভাবে হবে? শিশুর মত লাফাতে লাফাতে প্রবেশ করল দিলবার। মাদামের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল —আপনি কি আমার বা জুলস্-এর মতই মানবীয় আচার প্রকাশ করেন। চীৎকার করেন, কাঁদেন অথবা কাউকে আলিঙ্গন করেন।"

কাউন্টেস জুলস্কে সাহায্য করার জন্য স্থির চিত্রের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর জুলস্ এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দিলবারের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

দিলবার সে রাত্রি ভীষণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটাল। অস্পষ্ট কালো কালো ছায়া তাকে ঘিরে ফেলল। বেশ কয়েকবার তার অতীত শ্রমিক জীবনের প্রভুর চাবুক পিঠে পড়ল। সেই লোকটা তাকে চোখ রাঙিয়ে বলল "বাজে চিন্তা না করে শিল্পী প্রভুর কাজে একান্ত ভাবে মনোযোগ দাও।" তারপর একসময় সে যখন বিছানা থেকে উঠে এক মগ জল খেয়ে শুয়ে পড়লো তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। তার ঘরের দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। সেখান দিয়ে প্রবেশ করল এক অপূর্ব রহস্যময়ী, দেবদূতী অথবা পরী। তার মুখটা দিলবার এর হৃদয়ে আঁকা আছে।

—'তুমি'! বিড়বিড় করে দিলবার বলল "খুব সাবধানে এসো, চারিদিকে নোংরা, ধোঁয়া, বিছানায় কোন তোষক নেই।

কাউণ্টেস নাতালিয়া তার হাত পিছনে নিয়ে যেয়ে উপরে তুলে অভয় মুদ্রার ভঙ্গিমা প্রকাশ করলেন।

—"বুনো বর্বর, তাড়াতাড়ি এখানে এসো, ভয় পেয়োনা। তোমাকে আমি ঐশ্বর্য্য দিয়ে স্বর্গ সুখের প্রান্তে পৌঁছে দেব। সে ক্ষমতা আমার আছে। দিলবার তার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করল। হঠাৎ চুল্লী থেকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে তার রাস্তা বন্ধ করে দিল।

—"লুইস, রেমণ্ড, তাড়াতাড়ি এসে আগুন নেভাও। আমাকে তার কাছে পৌঁছতেই হবে।" দিলবার চীৎকার করে উঠল। প্রত্যুত্তরে উচ্চহাসি তাকে ব্যঙ্গ করে উঠল।

নাতালিয়া বলে উঠল—"তাড়াতাড়ি এস, আমি তোমার ভাগ্যের পট পরিবর্তন করব।"

অগ্নিশিখা গর্জন করে উঠল—"মহিলাটি তোমার মৃত্যু স্বরূপিনী তোমার চিরন্তন মৃত্যুর দূতী।"

কথাগুলো একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে দিলবার দ্রুত তার প্রার্থিতার দিকে এগোতে চাইল। অগ্নিশিখা তার বুককে স্পর্শ করে নাতালিয়ার চারিদিকে বলয় সৃষ্টি করে থাকল।

দিলবার চীৎকার করে উঠল এবং তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পরদিন দিলবার স্টুডিওতে এসেই শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করল, —'তুমি লক্ষ্য করছো কি তাঁর চোখগুলো কত দয়ালু? ভাস্কর জিনিস পত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বলল—"তুমি কি কাউণ্টেসের কথা বলছ? শয়তানের চোখ, তাঁর সাথে বড় জোর আজকের দিনটাই আমি কাজ করব।" তারপর দিলবারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল —'কেন তার সাথে তোমার হৃদয়ঘটিত ব্যাপার কিছু ঘটেছে নাকি?' দিলবার সজোরে বলে উঠলো—"তুমিও কি দুঃস্বপ্নে তার ছলনাময়ী সুন্দর রূপ দেখেছো? আমাকে কিছু লুকিয়ো না বন্ধু, আমার প্রিয়তম বন্ধু।" ঠিক সেই সময় দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল, জুলস্ তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ঘরে প্রবেশ করেই কাউন্টেস ঘোষণা করে—"মঁসিয়ে জুলস্‚ আজ অতিথিদের সঙ্গদান করতে হবে বলে আমি বেশী সময় ধরে পোজ দিতে পারবনা তাছাড়া এইভাবে কাজ করায় আমি ক্লান্ত। এটা একটা অরুচিকর বা বিশ্রী পেশা। আমি আশা করেছিলাম ব্যাপারটা অনেক বেশী উত্তেজনাকর হবে।"

—"এটা গভীরভাবে উপলব্ধির ব্যাপার, আমি জানি পোজ দেওয়াটা খুব আনন্দদায়ক ব্যাপার নয়। তবুও চিন্তা করুন শহরের মধ্যস্থানে টাউন হলের শীর্ষে আপনার সুন্দর মূর্তি চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। কতটা উত্তেজক ব্যাপার।"

তার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আর তাছাড়া কেই বা জানবে কাউন্টেস নাতালিয়া শিল্পীর জন্য ক্যারিয়াটিডের মডেল হয়েছিল? দিলবার কোন ক্রমে চীৎকার করে বলা থেকে নিজেকে বিরত করে আস্তে আস্তে বলল—"তাহলে তো আজই যেয়ে আমাদের টাউন হলে সজীব অবস্থায় ভঙ্গি প্রকাশ করে জনসমক্ষে দাঁড়াতে হয়। চলুন গির্জ্জায় না গিয়ে সেখানেই যাওয়া যাক।"

কাউন্টেস দিলবারের দিকে একপলক তাকিয়ে তার উত্তেজিত অবস্থা দেখল। তারপর ঠাণ্ডা স্বরে বলল "মঁসিয়ে জুলস্, আপনার এই চাকর ভয়ঙ্কর রকম কুঁড়ে ও বদমাশ। আমার চাকরেরা সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে। অতিথিদের কথার সাথে ফোড়ন কাটে না, বিশেষতঃ অতিথি যদি মহিলা হন।"

এই বক্রোক্তিতে লজ্জায় দিলবার কুঁকড়ে গেল।

জুলস্ বলল—"আপনি ভুল করছেন মাদাম, এটা ঠিক যে দিলবার একজন গরীব মানুষ। কিন্তু সে কারো চাকর নয়। একজন মুক্ত মানুষ। আপনার মতই সে একজন ভাস্করের কাছে মডেল হিসেবে পোজ দিতে আসে। যে ভাস্কর্য্যটি আপনার ভাস্কর্য্যের সাথেই টাউন হলে শোভা পাবে।"

রাগে কাউন্টেসের গালগুলো লাল হয়ে গেল। চীৎকার করে

বলল—"আপনি কি ঠাট্টা করছেন? এই বদমাস বর্ব্বরটার শরীর আমার সুন্দর শরীরটার পাশে টাউন হলে শোভা পাবে! এটা কেবল দুঃস্বপ্নে হতে পারে বাস্তবে নয়। শহুরে জীবনে এটা ঘটাবেন না জুলস্। ধনীদের মর্য্যাদা আলাদা। আপনি, আপনি যথেষ্ট ভাঁড়ামো করেছেন আর নয়। চলি, বিদায়।"

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দিলবার ভাবতে লাগল তাহলে সেও স্বপ্ন দেখেছে। যারা কেবল পরস্পরকে ভালবাসে তারাই কেবল এক ধরনের স্বপ্ন দেখে···তবে কি নাতালিয়া···।

সশব্দে দরজা বন্ধ হয়। জুলস্ তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে "তোমার প্রেম যে চলে গেল বন্ধু!"

নির্দ্দিষ্ট দিনে শহরের মেয়র অ্যাটলাস্ এবং ক্যারিয়াটিডের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেই দু'পা লাফিয়ে সরে গেলেন। —একি করেছেন ভাস্কর! এযে একেবারে জীবন্ত। সুন্দর নিখুঁত কাজ।

—"আসলে আমি এদের যে বাণী পেয়েছিলাম তাই ফুটিয়ে তুলেছি। আপনার কথায় আমি বুঝতে পারছি আমি সফল। আমি নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করছি।

—ঠিক কথা মঁসিয়ে জুলস্, ক্যারিয়াটিডের মূর্তি অপূর্ব। আর দুটো মূর্তিই যেন শ্বাস গ্রহণ করছে জেগে ওঠার জন্য।

বহুদিন পেরিয়ে গেছে। ইহজীবনে দিলবার আর নাতালিয়ার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। আশ্চর্য মূর্তি দুটো শহরে প্রতিষ্ঠিত হবার আগের দিন থেকেই তারা অদৃশ্য। তাদের খবর কেউ জানে না।

সেদিন মধ্যরাত্রি। সোঁ সোঁ শব্দে হাওয়া বইছিল। সেই হাওয়ার শব্দ অ্যাট্লাস ও ক্যারিয়াটিডের আচ্ছাদনের ছাদে আছড়ে পড়ছিল। হাওয়ার মধ্যে থেকে অল্প শব্দতরঙ্গের শব্দ অ্যাটলাসের মার্বেলপাথরের দেহে প্রবেশ করল এবং তাকে জাগিয়ে তুলল। জীবনীশক্তি মার্বেলদেহে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সাদা মার্বেল

হালকা গোলাপী রং-এর হয়ে গেল। যে রংটি দিলবারের গায়ের রং ছিল। সেই মূহুর্তেই চোখ মেলে অ্যাটলাস্ ক্যারিয়াটিডকে দেখতে পেল। অ্যাটলাস্ তক্ষুনি তার দিকে ছুটে যেতে চাইল কিন্তু পারল না। ফলত অ্যাটলাসের পায়ের তলার বেদীর কিছুটা অংশ ভেঙে গেল।

এটা নিশ্চিত যে প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী ভাস্কর মঁসিয়ে জুলস্ কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় অ্যাটলাস এবং ক্যারিয়াটিডের আবক্ষ মূর্তিতে জীবনশক্তি প্রবাহর আধার সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। আজ অনুকূল পরিবেশ তাই পাথরের নিন্দ্রাভঙ্গের দিন ঘোষণা করতে পারছে।

কিন্তু সুগঠিতা ক্যারিয়াটিড জীবনের কোন লক্ষণ প্রকাশ করছে না। আসলে সে এখনো অহঙ্কারী। চাঁদ উঠছে ধীরে ধীরে। রূপোর পাতের মত চাঁদের আলো তার নরম স্তনকে আবরণ দিচ্ছে (হায় জুলস্ লোকে কেন ভগবানকে সৃষ্টিকর্তা বলে ? মানুষ-ই তো সৃষ্টি করে। তুমি যদি আজ তোমার অপন সৃষ্টি দেখতে পেতে তাহলে বিস্ময় কোথায় রাখতে)। অ্যাটলাস্ অর্ধনিমিলিত চোখে পীনোন্নত বুকের দিকে তাকিয়ে ছিল। জীবনে হঠাৎ সে ঠাণ্ডা অনুভব করল (অবশ্যই মার্বেল জীবনে)। সে আরও কষ্ট পেল তার সঙ্গীনীও ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে এই ভেবে। প্রাথমিকভাবে জেগে ওঠার পর তাদের এক সপ্তাহ কেটে গেছে। দিন রাত্রির পার্থক্য তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। অ্যাট্লাস কর্মব্যস্ত জনজীবনের মধ্যে ছুটে যেতে চায় আর তাকিয়ে দেখে তার সেই বাঞ্ছিতা নারীকে যে তাকে একদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আর গর্বিতা নারী তার গ্রীবা উঁচু করে উপভোগ করে যখন নাগরিকরা মার্বেলমূর্তির সৌন্দর্য্যর তারিফ করে।

এখন অ্যাট্লাস তার বহুযুগ আগের দেখা স্বপ্নকে আবার দেখার চেষ্টা করে। সত্যিই কি এই নারী তার ভাগ্য স্বরূপিনী না মৃত্যুর দূতী।

সে ভেবে কিছু কিনারা পায় না। তার অতীত বাস্তব জীবনে এই নারীকে মুখোমুখি পেয়েও সে কোন কথা বলতে পারেনি। জুলস্-এর সাথে তার কথা বার্তা শুনেই তৃপ্ত ছিল। কিন্তু এখন, কাঁহাতক আর চুপ থাকা যায়। তার মার্বেল পাথরের ঠোঁট নড়তে চায় না। তবু অ্যাট্লাস এর উৎসাহ এবং চেষ্টার শেষ নেই। অবশেষে একদিন এল যেদিন নাতালিয়া মানে ক্যারিয়াটিড বুঝতে পারলো তাদের এই অভিশপ্ত জীবন সীমাহীন, অনন্ত, সেদিনটা দশবছর বা হাজার বছর পরে যাই হোক না কেন তাতে দিলবার অর্থাৎ অ্যাটলাসে্র কি এসে যায়। ঠাণ্ডা কঠিনতম দিনগুলিতে সে তার প্রিয়তমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। কিন্তু সে ধরা দিয়েও দেয়না।

যেদিন এটলাস্ বুঝতে পারলো তার প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞীর হৃদয়ে সে দোলা দিতে পেরেছে। প্রিয়তমা মেনে নিয়েছে এই অন্তহীন জীবন। সেদিন তার আর আনন্দ ধরে না।

অ্যাটলাস্ অসীম ধৈর্য্য সহকারে তার প্রিয়তমাকে ঠোঁট নাড়তে, চোখের ভাষা পড়তে শেখাতে লাগলো। অনেক কষ্ট করে সে এসব আগেই শিখেছিল।

তার পর সে ধীরে ধীরে তাকে বলল জুলস্ এর কাছে পোজ দেওয়ার সময় নাতালিয়া তার প্রিয়তমাকে কত সুন্দর মনোরম লাগত। একদিন তাকে সে তার দৃষ্ট স্বপ্নের কথাও বলল। নাতালিয়া বেশীর ভাগ সময়ই চুপচাপ সমস্ত কথা শুনত। উত্তর দিত কম। অ্যাটলাস্ ভয় পেয়ে ভাবতে লাগল প্রিয়তমার জীবন সম্বন্ধে হয়ত সে কিছুই জানতে পারবে না। সে কি গান পছন্দ করত, কি ফুল ভালবাসত, কারণ তাদের মার্বেলদেহ দিন দিন যেন ক্ষয়গ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

আরও এক শতাব্দী কেটে গেল। এখন অ্যাটলাস্ আর ক্যারিয়াটিড প্রেমিক প্রেমিকা। তবুও কাউন্টেস নাতালিয়া দিলবারের কাছে অপরিচিতা থেকে গেছে। যতদূর সম্ভব কাউন্টেস একাকী থাকতে চায়। অল্প সময়ই তাকে পরিবর্তিত করে।

একদিন মার্চের ধূসর সকালে অ্যাট্‌লাস্‌ অন্যমনস্ক ভাবে তার শরীর বেয়ে ওঠা কয়েকটা পিঁপড়েকে লক্ষ্য করছিল। যখন এভাবে সে অন্যমনস্ক ছিল সেই সময় শহরের প্রধান চত্বর থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, গুলির আওয়াজ, কোলাহল ভেসে এল।

—"এক্ষুণি আমাদের নিপীড়িত ভাইদের কাছে যেতে হবে। চল যাই, চল যাই···।"

দুদিন ধরে শহর ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। অ্যাটলাস্‌ লক্ষ্য করল শহরের প্রধান রাস্তায় বিধ্বংসী আগুন, চিৎকার, গুলিগোলার আওয়াজ। আর কানে ভেসে আসত নতুন নতুন অনেক অজানা শব্দ—"কমিউন"।

নাতালিয়া গভীর আগ্রহ নিয়ে সব দেখতো কিন্তু তার মনোভাব বোঝা যেত না।

হঠাৎ এক সৈনিক একজন শ্রমিক শ্রেণীর লোককে তাড়া করতে করতে সেখানে এসে পড়ল। লোকটি নাতালিয়ার পিছনে আশ্রয় নিল। সৈনিক তার বন্দুক তুললো। হঠাৎই অ্যাটলাস্‌ দ্রুত নাতালিয়াকে আড়াল করলো। সেই মুহূর্তে অন্ধধাতুর মাছি তার গোড়ালিকে বিদ্ধ করলো। খানিকটা মার্বেলের টুকরো খসে পড়তেই রক্তস্রোত সমস্ত জায়গাটাকে ভাসিয়ে দিল।

—'আমার প্রিয়তম, প্রিয়তম আমার' নাতালিয়া তার সমস্ত মন, প্রাণ, সমস্ত দেহ, চোখ, মুখ দিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সৈনিকটি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আর সেই শ্রমিকটি বলে উঠল "আমি বিপ্লবী, বিপ্লব সফল হলে তোমাদের পূনর্গঠন আগে করব।" এই বলে সে স্থান ত্যাগ করল।

—'এটা এমন কিছু মারাত্মক নয়, কিন্তু তোমার এ আকুতি কেন? আমি তো ঘৃণ্য তোমার কাছে।' অ্যাট্‌লাস বলল।

একথা শুনে তার দুগ্ধ শুভ্র স্তনের বাঁদিকে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হল, গভীর ব্যথায়, যেখানে আমাদের হৃৎপিণ্ড থাকে ঠিক সেই

জায়গায়। —"না, না এটা আমাকে শারিরীকভাবে আঘাত করে নি। এটা আমার প্রাপ্য ছিল। তবে আমি তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম। ওরা যদি তোমাকে মেরে ফেলে। এরপর তারা প্রেমে এবং শান্তিতে আরও চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়েছিল। যদিও মাঝে মাঝে গৃহযুদ্ধে, বিপ্লবে তারা যুগ্ম ভাবে শোষিত মানুষকে সাহায্য করত।

তারপর বিপ্লব সফল হলে এক সুন্দর প্রভাতে শ্রমিকেরা এল। মূর্তি দুটি সুন্দর ভাবে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে। এর জন্য ভয় পাবার কিছু ছিল না। তারা নাতালিয়ার সুন্দর দেহটাকে কোন কারণে চট দিয়ে প্রথমে ঢেকে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে অ্যাটলাস্ ভয় পেয়ে গেল। —"এরা কেন এমন করছে? প্রিয়তমাকে নিয়ে এরা কি করতে চায়? এই নোংরা চট দিয়ে তাকে তারা কেন মুড়ে দিল?

মধ্যাহ্ন ভোজের পর তারা যখন নাতালিয়ার দেহ থেকে চটের টুকরো সরিয়ে নিল তখনই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তারা বলাবলি করতে লাগল—"ভাস্কর্য্য দুটি দেখ, মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত।" একজন বলল—"এ আমাদের জাতির গর্ব, ঐতিহ্য, এদের সুরক্ষা আমাদের কর্তব্য।"

আরেকজন বলল—"মহিলার প্রেমিকটিকে কিন্তু খুব সিরীয়াস মনে হচ্ছে।

সে কখনও তার প্রেমিকার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।"

—"এস আমরা এই সুন্দরী থেকেই কাজ শুরু করি কারণ এ অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

—'কেবলমাত্র বুকে অল্প ফাটল।' সে একটি ধাতব মাপক যন্ত্র দিয়ে তার ফাটলের গভীরতা মাপতে লাগল এবং ফাটলটি খসতে লাগল। অ্যাটলাস্ অস্ফুট চীৎকার করে উঠল "হত্যাকারী? তুমি একি করছ, ওর কাছ থেকে সরে যাও।"

কিন্তু তাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এ দেখে এট্‌লাস আরও রেগে গেল। ছুটে গিয়ে সে সেই শিল্পীকে নিবৃত্ত করতে চাইল আঘাত করে। কিন্তু সে পারল না, কোন কিছুতে লেগে সে পড়ে গেল এবং বজ্রের মত গর্জন করতে করতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শ্রমিকেরা দেখল মার্জ্জনাকারী শিল্পীর মাথায় ক্ষত। তারা তার মাথার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে দিল। জায়গাটা তখন লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে। শ্রমিকেরা বলল অতীতের শিল্পী রসিক ছিলেন বটে, ভেতরে লাল রং। মার্জ্জনাকারী শিল্পীর তখনও মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে দেখে সে মাথা নোয়াল এবং সেখান থেকে একটি মার্বেলের টুকরো বেরিয়ে এল। যে টুকরোটা কিছুক্ষণ আগেই অ্যাট্‌লাসের কপাল হিসেবে শোভা পাচ্ছিল। অ্যাট্‌লাসের কপাল।

একজন শ্রমিক বলে উঠল, ‘কে ভেবেছিল যে শয়তানটা হঠাৎ এভাবে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে? যাই হোক সুন্দরীকে সাজিয়ে দাও আমাদের সন্তানদের জন্য।”

কিন্তু তারা লক্ষ্য করলে দেখতে পেত সুন্দসীর দেহ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে আসছে প্রবল রক্ত স্রোত। সে আর কোনদিন সাজবে না।

———
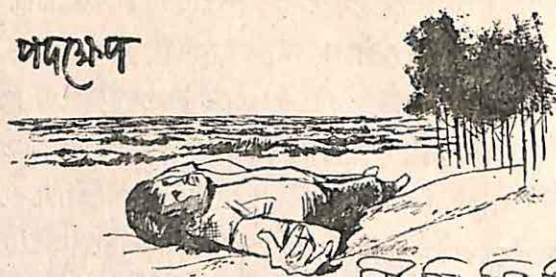
দীঘার সমুদ্র সৈকত। অবকাশ যাপনের মনোরম জায়গা। ছুটির আনন্দে ভাসছে এক দল নারীপুরুষ। দীর্ঘ সৈকতে যেন মেলা বসেছে। ঝাউ বনের মধ্যেও অনেকে।

শৌনক এবং তন্দ্রাও এসেছে ছুটি কাটাতে দীঘায়। শৌনক পেশায় মহাকাশচারী। তন্দ্রা দর্শন ও নন্দনতত্ব বিষয়ে গবেষণারত। তারা পরস্পরকে বাগদান করেছে। আগামী ডিসেম্বরেই তাদের বিয়ে।

ঘন ঝাউ গাছের ছায়ায় তুজনে কথা বলছে। তন্দ্রা বায়নোকুলারটা চোখে নিয়ে মাঝে মাঝে বেলা ভূমিতে চোখ রাখছে। হঠাৎ সে চিৎকার করে বলে—'কি সুন্দর ঝিনুক দেখ শৌনক'। বলেই সে বায়নোকুলারটা শৌনকের হাতে দিয়ে দৌড় দেয় বেলাভূমির দিকে। শৌনকের চোখ বায়নোকুলারে তাকে অনুসরণ করে। হঠাৎ অনেক কণ্ঠে আর্ত চীৎকার। শৌনক দেখে বেলাভূমিতে হঠাৎ পড়ে ছট্‌ফট্ করছে তার তন্দ্রা। শুধু তন্দ্রা নয়, বেলাভূমিতে যারা আকাশের তলায় ছিল তারা সবাই ছট্‌ফট্ করছে। মুহূর্তে আকাশের দিকে বায়নোকুলার ঘুরায় শৌনক। একটা উপগ্রহ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কোন্ দেশের উপগ্রহ ওটা। মহাকাশ কেন্দ্রে ফিরেই চার্ট দেখতে হবে। এই সময় এই আকাশে কার থাকার কথা জেনে নিতে হবে। মুহূর্তের মধ্যেই তার কর্তব্য চিন্তা করে নেয় শৌনক।

ছুটে যায় সৈকতে। ঝাউবন থেকে প্রায় সবাই ছুটে এসেছে সৈকতে। তন্দ্রার জ্ঞান নেই। তার মুখ, দেহের অনাবৃত অংশগুলো ঝলসে কালো হয়ে গেছে। তন্দ্রাকে তুলে নিয়ে সে ছুটে আসে তার টু-সীটার আকাশে যানে। আকাশে একুশ ফুট উচ্চতায় উঠে কয়েক মিনিটেই পৌঁছে যায় অত্যাধুনিক হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে আরও অনেকে আসতে শুরু করেছে। সবারই ঐ এক রকমই অবস্থা। অনাবৃত অংশগুলো ঝলসে গেছে, এবং তাদের জ্ঞান নেই। একঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতালে জায়গা নেই। অজ্ঞাত এই রোগের কারণ ডাক্তাররা ধরতে পারছেন না। সাধ্যমত চেষ্টা করছেন চিকিৎসার। কলকাতায় বিপদ সূচক বার্তা জরুরী ভিত্তিতে গেল। সেখান থেকেও খবর এল একই রকম। কলকাতা শহরেও একই ঘটনা। খোলা আকাশের নীচে যারা ছিল তারা সবাই আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞের একটি দল আসছে দীঘায় আকাশ যানে। এই আকাশে যানগুলো বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। দুটো সিলিণ্ডার, তাতে জ্বালানী থাকে। সিলিণ্ডারের উপরেই চালক ও একজন আরোহীর সিট। যে কোন জায়গা থেকে যে কোন উচ্চতায় উড়ে একটানা কয়েকশ মাইল যেতে পারে ও যে কোন জায়গায় নামতে পারে। গতিবেগ ঘণ্টায় একশ কিলোমিটারেরও বেশী। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় সমুদ্রের লোনা জল এবং বক্সাইট বা অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক। দুটি সিলিণ্ডারের মধ্যস্থ ভিলোকনভার্টার এই দুটি পদার্থের মধ্যে বিশেষ বিক্রিয়ায় সমুদ্র জলকে শোধিত করে শক্তিকে মুক্ত করে এবং বিশেষ হাইড্রো-কার্বন প্রস্তুত করে। উভয়ের মিশ্রণে টুসীটার আকাশ যানের জ্বালানী প্রস্তুত করে। দামেও এগুলি খুব সস্তা। সাধারণ মানুষ অল্প আয়াসেই কিনতে পারে।

সব দেখে শুনে বিশেষজ্ঞরা বলেন মহাকাশ থেকে বিশেষ কোন ধরণের তেজস্ক্রিয় রশ্মি এই দুর্ঘটনার কারণ। তাই আচ্ছাদনের তলায় যারা ছিল তাদের কোন ক্ষতি হয় নি।

কয়েক দিন পরে তন্দ্রা একটু সুস্থ হয়। এতদিন শৌনক হাস-পাতাল ছেড়ে কোথাও যায় নি। হাসপাতালের টয়লেটে আয়নায় মুখ দেখেই বিছানায় এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে তন্দ্রা। শৌনক ধীরে ধীরে তার মাথায় হাতবুলিয়ে দেয়। তন্দ্রা কান্না জড়ান গলায় বলে —"আমার বাগদান ফিরিয়ে নিচ্চি শৌনক। তুমি মুক্ত।" শৌনক তাকে বলে—'পাগলের মত কি কথা বলছ। তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেয়ে প্লাস্টীক সার্জারী অথবা নকল ত্বকের সাহায্যে আবার আগেকার মত করে তুলব। আর শোন আমি মোটামুটি এর কারণ আন্দাজ করছি। যদি তা সত্যি হয় তাহলে আমি ভয়ংঙ্কর প্রতিশোধ নেব'।

সেই সময় তার ঘড়ি ট্রান্সমিটারে নির্দ্দেশ আসে সে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই যেন মহাকাশকেন্দ্রে চলে আসে। শৌনক হাসপাতালে ডাক্তারদের সাথে কথা বলে তন্দ্রাকে কলকাতায় হাস-পাতালে পাঠাবার এবং ত্বকের চিকিৎসার অনুরোধ জানিয়ে তার আকাশযানে রওনা দেয় মহাকাশকেন্দ্রে। পৌঁছে শোনে কেন্দ্রের প্রধান তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সে তাড়াতাড়ি প্রধানের ঘরে ঢোকে। চারি দিকে অসংখ্য উপগ্রহের মডেল, মহাকাশের ম্যাপ কক্ষ পথ তাতে চিহ্নিত।

প্রধান কোন ভূমিকা না করেই বলেন আজকে কানপুরে ভীষণ দাঙ্গা ঘটে গেছে সকাল দশটায়। অশ্চর্য্যজনক কাণ্ড। উন্মুক্ত আকাশের তলায় যারা ছিল হঠাৎ তারা ক্ষেপে যেয়ে মারামারি লুঠতরাজ শুরু করে দেয়। ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ঘটে। প্রচুর প্রাণহানি ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। এর আগে মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ, ভূপাল ইত্যাদি শহরেও এধরণের বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। মজার ব্যাপার এই ঘটনাগুলো ঘটার আগে আমাদের কেন্দ্রের বেতার গ্রাহক যন্ত্রে এক অদ্ভুত বেতার সংকেত ধরা পড়ে। প্রত্যেকবার ঘটনা ঘটার কয়েক মিনিট আগে। চৌদাসানি প্রথম

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এবং আমাকে রিপোর্ট করে। আমি গতকালই দিল্লীতে মন্ত্রী পরিষদে আমার সন্দেহের কথা ও চৌদাসানীর নিরীক্ষার কথা জানাই। তাঁরা তো আমার কথা হেসে উড়িয়ে বলেন—উপগ্রহ দাঙ্গা বাধাচ্ছে, কলকাতা দীঘায় লোক অসুস্থ হয়ে পড়ছে এসব বাজে কথা না বলে নিজের কাজ করুন। ফিরে এসে দেখি চৌদাসানি তার কোয়ার্টারে খুন হয়েছেন। যে ডায়েরীতে সে তার পর্য্যবেক্ষণের কথা লিপিবদ্ধ করত সেটা খুনীরা নিয়ে গেছে ? তারপর আজই কানপুরের ঘটনা ও চৌদাসানী হত্যার পর দিন উপগ্রহটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে আদেশ দিয়েছে। কারণ স্থির সিদ্ধান্ত এবং প্রমান না পেলে কিছু করা যাবে না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কোন উপগ্রহর কাজ সেটা চৌদাসানী মারা যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে না। আর একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

শৌনক বলে 'না স্যার আমরা তার জন্য অপেক্ষা করব না। দীঘার ঘটনার সময় আমার নোট করা আছে। সেই সময় আমি একটি উপগ্রহও দেখেছি দীঘার আকাশে। এখন চলুন দেখা যাক ঠিক ঐ সময় ঐ জায়গায় কোন উপগ্রহ ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল সেটি একটি ক্ষমতাশালী হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক উপগ্রহ। স্বয়ংক্রিয়, যাত্রীবাহী নয়।

প্রধান বললেন শৌনক এখন আমাদের প্রধান কাজ গোপনে ঐ উপগ্রহে প্রবেশ করে প্রধান সংগ্রহ করা। ঐ উপগ্রহটিকে ধ্বংস করা ও বিশ্ববাসীকে ঘটনাটা জানানো। কিন্তু এই কাজ খুব গোপনে করতে হবে। কারণ আমাদের মধ্যেও চর আছে। না হলে চৌদাসানী খুন হতো না। যাই হোক এই কাজ তুমি করবে। উপগ্রহে প্রবেশ করবে তুমি। যাদব যাবে তোমার সহকারী হিসাবে। সেও আজকেই ফিরেছে ছুটি থেকে। অতএব তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। তোমার শুভ কামনা করি। সাবধানে কাজ করো। যাদব তোমার জন্য মহাকাশযানে উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে অপেক্ষা

করছে। তুমি এখানেই মহাকাশচারীর পোষাক পরে নাও। তোমাকে আমি নিজে মহাকাশযানের কাছে পৌঁছে দেব।

মহাকাশকেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে শৌনকের মহাকাশ যান চিহ্নিত উপগ্রহের কাছে পৌঁছে গেছে। জেটল্যাগ বেঁধে মহাশূন্যে ঝাঁপ দেয় শৌনক। যাদব সুকৌশলে নিয়ন্ত্রন করতে থাকে তার, তাদের যান। ধীরে ধীরে উপগ্রহের কাছে পৌঁছে যায় শৌনক। অল্প চেষ্টাতেই খুলে ফেলে উপগ্রহের প্রবেশ দ্বার। ভিতরে ঢুকেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় শৌনক। এই কি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ। চার দিকে বিভিন্ন রশ্মি উৎপাদনের যন্ত্র। তেজঃস্ক্রিয় অস্ত্র। আরও কত কি। সে বিশেষ ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে শুরু করে। হঠাৎ তার কানে লাগানো বেতার যন্ত্রে ভেসে আসে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে প্রধানের গলা—'শৌনক এখুনি বাইরে মহাশূন্যে লাফ দাও। যাদব তুমি তাড়াতাড়ি যানটিকে আরো দূরে নিয়ে যাও'। মুহুর্তে শৌনকের কানে যায় বিপ বিপ শব্দ। তার মানে টাইম বোমা। সে তাকিয়ে দেখে অদূরেই সেটি। তার উপগ্রহে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ওটি চালু হয়ে গেছে। কেউ যাতে এই দুষ্ট উপগ্রহের কাজের প্রমাণ না নিতে পারে তার জন্যও সুচিন্তিত করে আত্ম হননের ব্যবস্থা। আর একবার বোমাটির দিকে ক্যামেরা চালু করে মহাশূন্যে ঝাঁপ দেয় শৌনক। তাদের মহাকাশ যানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার কানের বেতার যন্ত্রে ভেসে আসে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আর কয়েক মূহূর্ত দেরী হলে উপগ্রহটির সাথে সেও টুকরো টুকরো হয়ে যেত। ক্লান্তি, আর অবসাদে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে শৌনক উচ্চারণ করে—প্রতিশোধ নিয়েছি তন্দ্রা। খুনীকে শেষ করেছি। তবে এটা পদক্ষেপ মাত্র। আমি যে প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছি তা আসল খুনীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্য যথেষ্ট।

যাদবের পরিচালনায় মহাকাশযান তখন পৃথিবী অভিমুখে।

প্রথম ধাক্কার চোটেই মহাকাশযানটা পলকা খেলনার মতো দু-টুকরো হয়ে গেল। চেষ্টা করেও যানের ক্যাপ্টেন অতিকায় উল্কা পিণ্ডটার সাথে সংঘর্ষ এড়াতে পারে নি।

যানের এক ডজন যাত্রী এক ডজন রূপোলি মাছের মতো মহাশূন্যে ছিটকে পড়ল। শুরু হল আমাদের কাহিনী।

অন্ধকার নিঃসীম অন্ধকার। এ অন্ধকারের কোন তুলনা নেই। মহাকাশের মহাশূন্যের শৈত্য আর অন্ধকারের মধ্যে বারজন মহাকাশ যাত্রী। তারা ক্রমশঃ পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। মহাকাশযানটা ক্রমশঃ বহু টুকরো হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

হারানো সূর্যের সন্ধানে বেরিয়ে উল্কার আঘাতে আজ তারাই হারিয়ে যাচ্ছে।

মহাশূন্যে কারও গলার স্বর শোনা যায় না। তবু তারা কেউ কেউ চীৎকার করছে। স্রেফ আতঙ্কে।

—'বার্কলে, বার্কলে! তুমি কোথায়'? অথবা 'উডি, উডি! বেঁচে আছ তো!'

এর মধ্যে স্টোন মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্পেস স্যুটের সঙ্গে রাখা মহাশূন্যে সংযোগের জন্য তৈরী বিশেষ ধরণের টেলিযন্ত্রে মুখ রেখে কথা বলা শুরু করে। উত্তরও তাড়াতাড়ি পায়।

—'ক্যাপ্টেন' ! না কোন সাড়া নেই।

—'হোলি, হোলি, আমি স্টোন বলছি।'

—'স্টোন, আমি হোলি। তা তুমি এখন কোথায় ?'

—'কোথায় তা বলতে পারব না। উপর কোন্ দিকটা। হায় ইশ্বর ! আমি পড়ে যাচ্ছি। ক্রমাগত নীচে নামছি '

তারা বার জনই পড়ছে। ক্রমশঃই মহাকাশের মহাশূন্যে নীচে নামছে। আর প্রতি মুহূর্তে তারা পরস্পরের থেকে কয়েক যোজন মাইল দূরত্বে ছিটকে যাচ্ছে। কুয়োর মধ্যে পাথরের টুকরো পড়ে যেভাবে ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে তলিয়ে যায় সেভাবেই তারা ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে।

—'আমরা পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে যাচ্ছি। এটাই এক মাত্র সত্যি। কোন অবস্থাই আর আমাদের একত্র করতে পারবে না হোলি।'

স্পেশ স্যুটের ভিতরে প্রত্যেকের মুখ এখন ফ্যাকাসে। না তারা তৈরী হবার কোন সময়ই পেল না। অল্প সময় পেলে অন্ততঃ ছোট্ট জীবনদায়ী মহাকাশভেলাটা শূন্যে ভাসান যেত। পৃথিবী থেকে উদ্ধারকারী দল না আসা পর্যন্ত মহাশূন্যে ভেসে বেড়ান যেত। এখন তারা অনেক কিছুর পরিবর্তে এক একটা উল্কাপিণ্ড। অনিশ্চিত অথচ সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল তাদের ভবিষ্যত।

দশ মিনিট কেটে যাবার পর মহাশূন্যে যান্ত্রিক নিস্তব্ধতা। তার মধ্যেই স্টোন আর হোলি। বাঁচার দুর্দান্ত আশা এখনও তাদের মধ্যে।

—'আর কতক্ষণ, আর কতক্ষণ আমরা এই যন্ত্রে কথা বলতে পারব ?'

—'স্টোন, এটা নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে নিজের নিজের পরিণতির দিকে এগিয়ে যাব।'

—'দেখ, অন্য বোকাগুলো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর

অজ্ঞান অবস্থাতেই মরে যাচ্ছে। মৃত্যুকে দেখছে না। তা তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ ?'

—'আমার মনে হচ্ছে আমি ঠিক চাঁদে যেয়ে আঘাত করব।'

—'আমার জন্য কিন্তু আমার মাটি-মা অপেক্ষা করছে। জানো হোলি, সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইলেরও বেশী বেগে পৃথিবীর আকাশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা জ্বলে উঠবে। মাটি-মা তা দেখে গর্ব অনুভব করবে। বলবে—দেখ দেখ আমার জয়ী ছেলে আলো হয়ে ফিরে আসছে।'

—'স্টোন, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? নাকি আতঙ্কে প্রলাপ বকছ !'

—'না হোলি, আমি পাগল হইনি। আমার বাঁ পাশে তুমি। ডান দিকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল স্টীমসন। গাধাটা আতঙ্কেই মনে হয় মারা গেল। ওকে আমি ঘৃণা করতাম। তবু আমি ওকে স্বান্তনা দিয়েছি কিছুক্ষণ আগেও। আর হ্যাঁ ঘৃণা করি আমাদের ক্যাপ্টেনকে। প্রচণ্ড ঘৃণা। তার অহঙ্কারের জন্য আমাদের এই দুর্ঘটনা। আমাদের পতন হচ্ছে। আমরা নীচে পড়ছি।'

—'স্টোন, আমরা নীচে পড়ছি। ক্যাপ্টেন কিন্তু নীচে পড়ছেন না বলেই মনে হয়। বিস্ফোরণের সময় তিনি উপরের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছিটকে গিয়েছিলেন। আমার মনে হয় তিনি সোজা সূর্যের বুকে আছড়ে পড়বেন। আর আমরা এগারজন নীচে পড়ছি।'

হ্যাঁ, ওরা বারজনই ক্রমাগত নীচে পড়ছে। পরস্পরের থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন। স্টোন আর হোলিও পরস্পরের থেকে প্রায় একশ মিলিয়ন মাইল দূরে। তাদের কেউই কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না।

স্টোন এখন এক ঝাঁক উল্কার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তার চোখে রং বেরং এর খেলা। সে ভাবছে সে এক নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে জ্যোতিষ্ক হয়ে স্বর্গের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। ক্যালিডোস্কোপে* চোখ দিয়ে রঙ্গীন কাঁচ দেখার সময় বাচ্চারা নিজেদেরও সেই নক্সার

রঙ্গীন অংশ বলে মনে করে। স্টোনের দশাও তাই। চীৎকার করে সে হোলিকে বলে চলেছে।

—'হোলি, তুমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছ। আমি কিন্তু বেঁচে গেলাম। এক বহুরঙ্গা নক্ষত্রপুঞ্জের ভেলার মধ্যে আমি। ঠিক মাঝখানে আমি। আর আমার চারদিকে কত রং। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না হোলি। নক্ষত্রপুঞ্জের এই ভেলা আমাকে মধ্যমণি করে বুধ অথবা বৃহস্পতি যেখানে খুশী নিয়ে যাক। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। কারণ মানুষের উপনিবেশ তো এখন প্রতিটি গ্রহে। তাই আমি আনন্দে একেবারে তূরীয়। মনের আনন্দে ক্যালিডোস্কোপ নিয়ে বাচ্চারা যেমন রঙ্গীন নক্সা দেখে তেমনি নক্সা দেখছি। হোলি তোমার হিংসা হচ্ছে তাই না। তাই কথা বলছ না।'

কে কাকে হিংসা করে। স্টোনের আরও কাছাকাছি হচ্ছে উল্কাপুঞ্জ। আর কয়েক মুহূর্ত পরে যে কোন একটির ধাক্কায় সেও অণু পরমাণু হয়ে গুড়িয়ে যাবে। অতএব তাকেও বিদায়। ওদিকে হোলি অনেকক্ষণ আগেই স্টোনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছে। স্থিরভাবে প্রস্তুত হচ্ছে জ্বলে ওঠার জন্য। সে জানে তার এগারজন সহযাত্রীর একই পরিণতি হয়েছে বিভিন্নভাবে। অতএব উতলা হয়ে লাভ কি? যত বেশীক্ষণ টিঁকে থাকা যায় ততটুকুই লাভ। আমিও তো জ্বলে ছাই হব। তবু দেহভস্ম তো পৃথিবীতে পড়বে।

খুব তাড়াতাড়িই সে মেসিন গানের গুলির মত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ল। এসময় তার মনে কোন সুখ বা দুঃখ কিছুইতো ছিল না। সে তখন এসব অনুভূতির বাইরে। জ্বলন্ত উল্কা পিণ্ডর মতোই সে পড়ছিল। শেষ সময় সে ভেবেছিল আচ্ছা আমাকে কি কেউ দেখতে পেল?

সেই সময় গ্রামের রাস্তার ধারে এক বাচ্চা ছেলে তার মাকে বলল—'মা, দেখ, একটা তারা খসে পড়ছে।'

মা ছেলের কপালে চুমো দিয়ে বলল—ঈশ্বরের কাছে শুভেচ্ছা প্রার্থনা কর।

* ক্যালিডোস্কো যে চোখ দিলে রঙ্গীন কাঁচের টুকারা গুলো বিভিন্ন জ্যামিতিক রঙ্গীন নক্সরে মত দেখায়।

খট্ খট, ঠকাস ঠক্। জানালায় পাথরের নুড়ির আঘাতের শব্দে কিশোরটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলে সে বিছানার উপর উঠে বসল।

চারদিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সে তার নিজের ঘরে নেই। তার গ্রামের মধ্যেও নেই। জানালার সবুজের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল সে এখন এক সবুজ সুন্দর গ্রামে বেড়াতে এসেছে।

একটা কণ্ঠস্বর তাকে ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল—স্লিম, এই স্লিম, উঠে আয়।

তার আসল নাম কিন্তু স্লিম নয়। ঐ ফিস্‌ফিস্, কণ্ঠস্বরের অধিকারী তাকে প্রথম দেখেই স্লিম বলে ডেকেছিল। আর সেও তাকে ডেকেছিল রেড বলে। রেডের আসল নামও রেড নয়। অন্য নামে পরস্পরকে ডাকা এ এক মজার খেলা—কৈশোরের খেলা।

স্লিম চীৎকার করে জবাব দিল—'ওহো রেড! এত সকালে তুই।'

রেড রেগে গিয়ে চাপাস্বরে বলল—'তুই কি সাত সকালেই সবাইকে জাগিয়ে তুলবি। আয় আয়, তাড়াতাড়ি বাইরে আয়। এই ভোরে আধো অন্ধকারে বাইরে কত মজা।'

সত্যিই তো কত মজা! আবছা ভোরের আলোয় শিশির

ভেজা ঘাসে পা ভিজিয়ে দুই কিশোর শুরু করল দৌড়। দৌড় আর দৌড়। অনাবিল মুক্তির আনন্দ। তারা ভুলেই গেল এভাবে বাইরে বেরিয়ে আসা বড়দের কাছে অপরাধ। এর জন্য বুকনি এমনকি অন্য শাস্তিও কপালে জুটতে পারে।

স্লিম তার দৌড় থামিয়ে হঠাৎ রেডকে প্রশ্ন করল—'তুই কি প্রত্যেকদিন ভোরে এভাবে বাড়ী ছেড়ে চলে আসিস? তোর বাবা তোকে বকে না?'

—'না, না, বকবে কেন? জানতেই পারে না। এই যে গতকাল রাত্রে আমি এই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুতের ঝলকানি দেখেছি, আর শুনেছি বাজের শব্দ, কেউ টের পেয়েছে?'

—'বাজের শব্দ! তুই স্বপ্ন দেখেছিস নিশ্চয়। কৈ আমি তো শুনিনি?

—'গাধার মত ঘুমোলে শব্দ পাবি কি করে? ঐ শব্দতেই তো আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল। আচ্ছা স্লিম, বড় হয়ে তুই কি হতে চাস?'

—'কেন? বাবার মতই একজন মহাকাশচারী।

আর তুই, তোর ইচ্ছেটা কি?'

—'আমি একজন সার্কাসের খেলোয়াড় হতে চাই। সার্কাস দেখাতে চাই।'

—'সার্কাস!'

—'হ্যাঁ সার্কাস। তুই কাউকে বলবি না প্রতিজ্ঞা কর। তাহলে তোকে একটা কথা বলতে পারি।

যথারীতি স্লিম প্রতিজ্ঞা করে। বন্ধুত্বের মর্যাদার কথা। আর রেডের গোপন কথাও জানা যায়। রেড গত রাত্রে দুটো অদ্ভুত জন্তু পেয়েছে। দেখতে ছোট। কিন্তু এর মধ্যেই সে তাদের অদ্ভুত অদ্ভূত ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে।

সামনের মাসে সার্কাসের একটা দল তাদের এই গ্রামে আসছে। জন্তুগুলোর ক্ষমতা দিয়ে মজার মজার খেলা দেখিয়ে সেই সার্কাসেই যোগ দেওয়ার কথাও রেড জানিয়ে দিল।

তারপর আবার দৌড়। ছুটতে ছুটতে তারা হাজির হল রেড যেখানে সেই আশ্চর্য জন্তু দুটোকে রেখেছিল সেই খামার বাড়ীতে।

রেড আস্তে আস্তে একটা ক্যানভাস উপরে তুলে ধরল। আর স্লিম দেখল তলায় একটা ছোট খাঁচা। খাঁচার মধ্যে দুটো ছোট ছোট আশ্চর্য জীব। তাদের মুখ চোখ গুলো যেন কেমন। মুখ হিংসুটে অথচ সুন্দর। লোভী অথচ মায়াবী চোখ।

অবশ্য এসবই স্লিমের মনে হচ্ছিল এক নজরে দেখে। মনে মনে হিংসে হচ্ছিল রেডের উপর। কারণ রেডই এখন এই আশ্চর্য জন্তু-গুলোর মালিক।

এমন সময় রেড বলল—'স্লিম, যা না এদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আয়।' যাবার ইচ্ছে একদম ছিল না স্লিমের। তবু জন্তু-গুলোর খিদে পেয়েছে ভেবে সে আবার উল্টোপথে দৌড় শুরু করল।

। দুই ॥

প্রাতঃরাশের টেবিলে রেড এবং স্লিমের অনুপস্থিতি স্বভাবতঃই চিন্তিত করে তুলেছে দুই কিশোরের দুই বাবাকে। স্লিমের বাবা মহাকাশ বিশেষজ্ঞ মিঃ হ্যারীসন। রেডের বাবা মালটি মিলিওনার মিঃ গিউমকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্যাপারটা কি বলুন তো? আমার ছেলে এত ভোরে কখনো ওঠে না। আর আজ সে তার বিছানাতেই নেই।'

গিউম হেসে বললেন, 'চিন্তার কোন ব্যাপার নেই। অনেকক্ষণই তারা বাইরে গেছে। এটাই তো কৈশোরের লক্ষণ। উন্মাদনা তো থাকবেই। তার চেয়ে আসুন প্রাতঃরাশ শুরু করা যাক।'

প্রাতঃরাশ খেতে খেতেই তাদের কথাবর্তার মধ্যে হ্যারীসনের এখানে আসার উদ্দেশ্য বোঝা গেল। ছেলেকে নিয়ে নিছক বেড়াতেই মিঃ হ্যারীসন এখানে আসেন নি। এসেছেন গিউমকে ব্যবসার ব্যাপারে সাহায্য করতে।

দূর নক্ষত্রপুঞ্জের একটা ছোট গ্রহের বাসিন্দাদের বার্তা তিনি বহন করে এনেছেন। ছোট্ট সেই গ্রহটির অধিবাসীরা ছোট্ট। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা প্রচণ্ড উন্নত। বিশেষতঃ পারমাণবিক শক্তির দিক থেকে। কিন্তু দুটি মৌল তারা পৃথিবী থেকে যে কোন সম্পদের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে চায়। সেগুলি তাদের নেই।

ব্যবসায়ী গিউম এ সময় বাধা দিয়ে বলেন—'তারা কি অ্যালু-মিনিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম কিনতে চায়?'

—'আরে না, না, তারা যে মৌল দুটি চায় সেগুলি হল কার্বন আর হাইড্রোজেন। ওদের গ্রহে নেই। সে জন্যই তাদের দরকার তেল আর কয়লা।'

—'তেল আর কয়লা? অত উন্নত গ্রহ তেল আর কয়লা আমদানী করবে? কেন!'

—'কেন তা জানিনা। তাদের তো নিজের চোখে দেখিনি। বার্তা পেয়েছি মাত্র। তাদের প্রতিনিধি কথা বলতে এখানেই আসবে বলে জানিয়েছে। সেইমত ব্যবস্থা করতে হবে। অত চিন্তার কিছু প্রয়োজন আছে কি?'

—'কিশোর বয়সে কোন চিন্তা ছিল না। আমার যত অর্থ বাড়ছে অভাবও তত বাড়ছে, চিন্তাও তত বাড়ছে। অথচ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছল মনে করতে পারছি না। রেড আর স্লিমকে দেখে হিংসে হয়।'

—'না, না, ওদের হিংসে করো না। ওদের করুণা কর। কারণ অর্থনীতির নিয়মে ভবিষ্যতে ওরা আমাদের চেয়েও অস্বাচ্ছন্দ্যে ভুগবে। যত টাকাই ওদের জন্য রেখে যাই না কেন? অতএব.....

হ্যারীসনের কথা শেষ হয় না। ঝড়ের বেগে দরজায় শব্দ করে ভেতরে ঢোকে স্লিম। হ্যারীসন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন, 'স্লিম এটা কিরকম অসভ্যতা?'

—'ভুল হয়ে গেছে। এজন্য আমি দুঃখিত। আসলে আমি জানতাম না এ ঘরে কেউ আছেন।

—'এটা ভুলের ব্যাপার নয় স্লিম। এটা সাধারণ ভদ্রতা। কেউ থাক আর না থাক যে কোন ঘরে ঢোকার সময় তুমি দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকবে। এটাই সৌজন্য এবং নিয়ম।'

—'থামুন তো আপনি। স্লিম কোন অন্যায় করেনি। এত বেশী সৌজন্য শিখিয়ে ওকে আমাদের মত যান্ত্রিক করে তুলে কিছু লাভ হবে? আর নিজের কৈশোরের কথা একবার ভাবুন। এদিকে এস তো স্লিম।'

স্লিম ধীর পায়ে গিউমের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—'তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

—'বন্ধু মানে রেড—ও হ্যাঁ; ওকে তো রেড বলে ডাকি। রেড আছে এক জায়গায়।'

—তার মানে তুমি এখন বলতে চাও না রেড কোথায় আছে। তাহলে ঠিক আছে বলো না। কিন্তু তুমি কিজন্য বন্ধুকে ছেড়ে হঠাৎ এসেছো?'

—রেড আমাকে পাঠিয়েছে কিছু খাবার নিয়ে যেতে।'

—'তাহলে রান্নাঘরে যাও। রাঁধুনী কাকুকে বল। কিছু খাবার দিয়ে দেবেন।'

—'না মানে আমি সে কথা বলতে চাইছি না। আমি জানতে চাইছি জীবজন্তুরা কি খায়?

'জীবজন্তু! ওহো বুঝেছি, রেড আবার কোন জীব ধরে খাঁচায় পুরেছে। তা জীবটি কেমন? ছোট না বড়?'

—'ছোট খুব ছোট।'

—'তাহলে ঘাস, বাদাম বা কিছু বেরী নিয়ে যাও।'

গিউমকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্লিম আস্তে আস্তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল মিঃ হ্যারীসন কিন্তু আপনার ভিনগ্রহের বন্ধুরা তো এখনোও এলেন না ?'

'তাই তো ভাবছি। চলুন বাইরে বেড়িয়ে আসি।'

॥ তিন ॥

ভিনগ্রহের যান গতরাত্রে ঠিকসময়েই নেমেছিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানি আর পরবর্তীকালে বাজের শব্দ সেই যানের আলোর ঝলক আর যান্ত্রিক শব্দ। রেড সেই শব্দ পেয়ে জেগে উঠেছিল। নিজের অজান্তেই রেড আর স্লিম দুটি কিশোর জড়িয়ে গেছে বড়দের বৈষয়িক ব্যাপারে। কিভাবে জড়িয়েছে সেটা জানার জন্যই আরও কয়েকটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

স্লিমকে একগোছা কচি ঘাস নিয়ে ফিরতে দেখেই রেড দৌড় লাগাল। স্লিম তার ঘাস খাঁচায় বন্দী জন্তুদের খেতে দিল। তারা ঘাস ছুঁয়ে দেখল না। তখন সে জল দিল। জন্তু দুটি খুব আগ্রহ সহকারে জল খেয়ে নিল।

ওদিকে তখন হ্যারীসন আর হিউম আলোচনা করছেন ভিন-গ্রহের অতিথিরা এলে কি খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা যায়। হ্যারীসন গিউমকে আশ্বস্ত করে বললেন—'চিন্তার কিছু নেই। ভিনগ্রহটি আকারে খুবই ছোট। অতএব প্রাণীগুলোও আকারে ছোট হবে। তাছাড়া সেই গ্রহের গঠনের মৌলিক উপাদান ও আমাদের গ্রহের গঠনের মৌলিক উপাদানে পার্থক্য যথেষ্ট। অতএব তাদের খাদ্যও আলাদা হবে। যেহেতু তারা আমাদের চেয়েও বুদ্ধিমান প্রাণী অতএব তারা সঙ্গে করে খাবার আনবে। যেমন আমরা ভিনগ্রহে যাবার সময় খাবার নিয়ে যাই।'

তাদের কথাবার্তার সময় রেড দৌড়ে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হাজির হল তার ধরা জন্তুদের কাছে। হাতে তার মাংসের কিমা। কাঁচা মাংস। স্লিম অবাক। কাঁচা মাংস কি হবে? রেড স্লিমের অজ্ঞতায় অবাক হয়ে জানাল যে জন্তুরা ঘাস খায় না। মাংস খায় এবং কাঁচা মাংস খায়। তবে স্লিম ওদের জল দিয়েছে দেখে রেড খুশী হল। মাংস দিয়ে আবার, ক্যানভাস ঢাকা দিয়ে দিল রেড। স্লিমকে বলল, 'এখন চল্। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আসব। তখন এদের জন্যও কিছু বাদাম আর বেরী নিয়ে আসব।'

ফেরার পথেই রেডকে পাকড়াও করলেন হিউম। 'তুমি কাল রাতে বিছানা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলে কেন? অতর্কিতে এই প্রশ্নের উত্তরে-রেড বলে ফেলল তার গুপ্তকথা।

হ্যারীসন তো শুনে রীতিমত উত্তেজিত।—'বিদ্যুতের আলো, বাজের শব্দ কোন্দিক থেকে এসব হয়েছে বলতে পার?'

রেড জানাল পশ্চিমের ঐ টিলাটার কাছাকাছি জায়গা থেকে। রেডকে ছেড়ে দিয়ে তখুনি সেদিকে দুই বয়স্ক মানুষ যাত্রা করল। রেড তো অবাক। স্লিমকে জিজ্ঞাসা করল 'ব্যাপারটা কি বল্তো?'

স্লিম বলল, 'টিলাটার কাছাকাছি হয়তো কোন মহাকাশ যান নেমেছে। ভিনগ্রহের সেই যানটা দেখার জন্যই ওরা এভাবে গেলেন।'

—'চল্ তাহলে আমরাও যাই।'

—'নারে, গেলে বাবা প্রচণ্ড রাগ করবেন।'

—'দূর বোকা আমরা লুকিয়ে যাব। অন্য পথে, ওদের চেয়ে আগে।'

॥ চার ॥

হ্যারীসন এবং হিউম যানটির চারপাশ ঘুরে দেখে ভেতরে

ঢোকার কোন রাস্তা না পেয়ে দুপুরের খাবার-খাওয়ার জন্য ফিরে গেলেন। পরে ফিরে এসে কিভাবে যানে প্রবেশ করা যায় সে নিয়ে হ্যারীসন চিন্তা শুরু করলেন। এ ধরণের যানের মডেলের চিন্তা তিনি কখনও করেন নি। এ পৃথিবীর কোন মহাকাশচারী বা বা মহাকাশ বিশেষজ্ঞরাও করেন নি।

ওদিকে রেডের খিদে পেয়েছে। সেও স্লিমকে তাড়া লাগাচ্ছে ফেরার জন্য। যানটি তাকে আকর্ষণ করছে না যতটা সেই আশ্চর্য্য জন্তুগুলো করেছে। স্লিম এটা বুঝতে পেরে আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তাকে খুঁজে না পেয়ে রেড একাই ফিরে গেল।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে স্লিমকে না দেখে উদ্বিগ্ন হ্যারীসন রেডকে জিজ্ঞাসা করলেন।—'তোমর বন্ধুটি কোথায়?'

—'স্লিম, ওতো একটু পরেই আসছে।' কোনমতে রেড সামাল দিল। সবারই খাওয়া যখন শেষ, তখনই ঝড়ের বেগে খাওয়ার ঘরে ঢুকল স্লিম। উত্তেজিত স্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, 'রেড, 'আমি যানের ভিতরে ঢুকতে পেরেছি। ওইরকম অনেক জন্তু। মরে আছে সবাই। রেড চল্ এখুনি।'

স্লিমের মুখটা বীভৎসভাবে পোড়া। অথচ যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই। হ্যারীসন ছুটে গিয়ে স্লিমকে জড়িয়ে ধরলেন।

—'কি হয়েছে বাবা? কোন্ জন্তু এবং যানের কথা বলছ!

স্লিম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল হ্যারীসনের কোলে।

রেড তখন সব ঘটনা খুলে বলল। হিউম রেগে গিয়ে বললেন, —'যারা একটা কিশোরের মুখ ঝলসিয়ে দিতে পারে তারা যত বুদ্ধিমান আর ছোট প্রাণীই হোক না কেন তাদের আমি ক্ষমা করব না। আমি তাদের মেরে ফেলব।' এই বলেই তিনি লেসার বন্দুক নিয়ে রেডকে বললেন, 'চল্, কোথায় রেখেছিস তাদের দেখি।'

স্লিমকে শুইয়ে হ্যারীসন হিউমের পেছনে পেছনে ছুটলেন বাধা

দিতে। স্লিমের মুখ দেখেই বুঝেছেন ওরা ভয়ঙ্কর। সহজে ওদের মারা যাবে না।

॥ পাঁচ ॥

সত্যিই তাই হল। ক্যানভাস তুলে লেসার রশ্মির বন্দুক তুলতে তা থেকে কিছু বেরোল না। উল্টে জন্তু দুটো অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় লোহার খাঁচার বাইরে এল শিক গলিয়ে। আবার ভেতরে গেল। খাঁচাও আগের মত হয়ে গেল। এ যেন ভোজবাজী।

হ্যারীসন আর হিউমের মাথায় চিন্তার বাণী ভেসে এল—'আমরা ছোট হলেও আমাদের শক্তি অসীম। তোমাদের ওই লেসার বন্দুকের চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র আমাদের এই ছোট্ট আঙ্গুলে লাগান আছে। যা দিয়ে এই মুহূর্তে কয়েকশ কিলোমিটার ধ্বংস করতে পারি। এবং সেই ধ্বংস স্তূপ থেকেই প্রয়োজনীয় কার্বন নিয়ে যেতে পারি।'

কিন্তু তা করব না। কালকে আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আমাদের ওভাবে নামতে হয়েছে। ব্যবসা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তোমাদের মত লোভীদের সাথে ব্যবসা কি? নিজেদের গ্রহেই যে তেল কয়লার অভাব ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য সেগুলো আমাদের বিক্রী করতে চাও। লজ্জাজনক ব্যাপার। কিন্তু নেমে দেখলাম তোমাদের আত্মজদের। আশ্চর্য সরল, উদার আর মমতাসম্পন্ন। তোমাদের তুলনায় আমরা কত বিদঘুটে। অথচ আমাদের কত যত্ন। সূর্যের আলো আমাদের একদম সহ্য হয় না। এটাও বুঝতে পেরেছে তারা, ক্যানভাসের আড়াল দিয়েছে। ঘাস আর মাংস খাবার হিসেবে দিয়েছে।

আমাদের যানের সঙ্গীরা হয়ত বুঝতে পারে নি। স্লিম ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলোও ঢুকেছে। স্লিমকে বাইরে পাঠানোর জন্যই ওই রশ্মি প্রয়োগ করেছে। তারা কেউই মৃত নয়। বিশ্রাম নিচ্ছে।

যাই হোক্ দেখলাম এ গ্রহ দখল এখন করা চলবে না। কারণ আমাদের পূর্বপুরুষের মত জন্তু স্লিম এবং রেডেরা এখানে আছে। তারা ধ্বংস হলে আবার আসব। এখন চল স্লিমের মুখটা ঠিক করে দিই।

॥ ছয় ॥

পরের ঘটনা অতি সংক্ষেপ। ঘুমন্ত স্লিমের মুখে আঙ্গুলের স্পর্শ দিয়ে সেই ছোট্ট জন্তু তুলে ফেলল পোড়া চামড়া। চোখের পলকে সে এ কাণ্ড ঘটাল তাদের অতি আধুনিক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে। সেখানে আবার বসিয়ে দিল স্লিমের দেহের চামড়া সেও কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। কয়েক মিনিটেই স্লিম সম্পূর্ণ সুস্থ। কোন জ্বালা যন্ত্রণা নেই।

মহাকাশ যানটা উড়ে যাচ্ছে। হাত নাড়াচ্ছে একজন রোগা এবং একজন লালচুলো কিশোর রেড আর স্লিম।